Contents

সহীহ ফাযায়িলে আমাল

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া

সম্পাদনায় :
অধ্যাপক হাফিয শাইখ মানসূরুল হক আল রিয়াদী
সাবেক মুদাররিস - উনায়জা ইসলামিক সেন্টার আল-কাসিম, সাউদী আরব

আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী ঢাকা

সহীহ ফাযায়িলে 'আমাল

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইঁদু মিয়া

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রানীবাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৮৯৬৪৫, ০১৭৩[illegible]৪৩২৫

সম্পাদনায় :
অধ্যাপক হাফিয শাইখ মানসুরুল হক আল রিয়াদী
সাবেক মুদার্‌রিস- উনায়জা ইসলামিক সেন্টার আল-কাসিম, সাউদী আরব

আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী

www.waytojannah.com

প্রকাশক : আব্দুল্লাহিল আরিফ

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৩ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বর্ণ বিন্যাস :

এ আর এন্টারপ্রাইজ

৩৬, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা- ১১০০।

☎ : ০১৯৭৭৭৭৯৮০০

Email : arenterprisee@yahoo.com

Facebook id: ar enterprise

বিনিময় মূল্য : ৮০/- (আশি টাকা মাত্র)

www.waytojannah.com

Contents

ওসমানীয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রানীবাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৮৯৬৪৫, ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র মহান আল্ল-হ রব্বুল 'আলামীনের এবং অসংখ্য দুরূদ ও সালাম প্রিয় নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর প্রতি।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন হাদীস পড়ে এসব হাদীসে বর্ণিত ফাযীলাতের কথা জানতে পেরে মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে যে, সামান্য অনেক 'আমালেরও অনেক ফাযীলাত রয়েছে যা সাধারণ মানুষ জানে না। যদি তারা জানতো তাহলে আন্তরিকতা ও আকর্ষণীয় মনে এসব 'আমাল করে আল্ল-হ প্রিয় বান্দা হওয়ার চেষ্টা করত। তাই সংক্ষিপ্ত হলেও বাছাই করে জরুরী ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ থেকে বহু ফাযীলাতপূর্ণ হাদীসগুলো সঙ্কলন করা হয়েছে "সহীহ ফাযায়িলে 'আমাল" নামক এই গ্রন্থে। আশাকরি, ইনশা-আল্ল-হ সর্বসাধারণ এতে ব্যাপক উপকৃত হবে এবং নির্দ্বিধায় এসব 'আমাল করে যেতে পারবে। কেননা এতে মূলতঃ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে হাদীসগুলো সঙ্কলিত আর এসব হাদীস পঠনে স্বীকৃত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও নির্ভুল বলে বিবেচিত।

পরিশেষে এ বইয়ে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন ইনশা-আল্ল-হ, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ 'আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা', আমার স্নেহের বংশালের ওমর ফারুক রানা ও এ বইয়ের সম্পাদনাকারী বিশিষ্ট 'আলিম অধ্যাপক হাফিয শাইখ মানসূরুল হক আল রিয়াদীর প্রতি। আর সকলের নিকট আবেদন করি তারা যেন আমার জন্য দু'আ করে আল্ল-হ আমাকে এর প্রতিদান দুন্ইয়া ও আখিরাতে দান করে জান্নাত নাসীব করেন এবং আমার মরহুম পিতা মোঃ ইদু মিয়ার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে আল্ল-হ তাকেও জান্নাত নাসীব করেন। আমীন!

বিনীত নিবেদনে
মুহম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ঈমান ও 'আক্বীদাহ্ অধ্যায়	
১	**তাওহীদবাদী বা শির্কমুক্ত জীবন যাপনকারীর সুসংবাদ**	১০
২	তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণকারী জান্নাতী	১১
৩	**যে ঈমানের বদৌলতে জান্নাত পাওয়া যাবে**	১২
৪	ঈমান আনয়নকারীর মর্যাদা	১৩
৫	**সর্বোত্তম 'আমাল ও তার ফাযীলাত**	১৩
৬	'আমালে ইখলাসের ফাযীলাত	১৪
৭	**সুন্নাত অনুসরণের ফাযীলাত**	১৬
৮	'ইল্‌ম প্রচার ও হাদীস বর্ণনা করার ফাযীলাত	১৬
৯	**তাক্বদীরের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার ফাযীলাত**	১৭
১০	মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ও ফাযীলাত	১৮
	পবিত্রতা অধ্যায়	
১১	**ওযূর ফাযীলাত**	১৯
১২	ওযূর পর দু'আ পাঠের ফাযীলাত	২১
১৩	**ওযূর পরে দু' রাক্'আত সলাত আদায়ের ফাযীলাত**	২১
১৪	মুর্দাকে গোসল ও কাফন দেয়ার ফাযীলাত	২১
	সলাত অধ্যায়	
১৫	**আযান, মুয়ায্‌যিন ও প্রথম কাতারের ফাযীলাত**	২২
	আযানের জওয়াব দেয়া এবং শেষে দু'আ পড়ার ফাযীলাত	২৩
১৬	পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ফাযীলাত	২৫
১৭	**জামা'আতে সলাত আদায় করা ও মাসজিদে যাওয়ার ফাযীলাত**	২৫
১৮	জামা'আতে সলাত আদায় করার ফাযীলাত	২৬
১৯	**প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করার ফাযীলাত**	২৬
২০	প্রথম কাতারের ফাযীলাত	২৬

২১	**কাতার মিলানো ও ফাঁক বন্ধ করার ফাযীলাত**	২৭
২২	ইমামের পিছনে 'আমীন' বলার ফাযীলাত	২৭
২৩	**মনোযোগসহ সলাত আদায়ের ফাযীলাত**	২৭
২৪	স্বশব্দে 'আমীন' বলার ফাযীলাত	২৮
২৫	**রুকূ' থেকে উঠার পর দু'আ পাঠ করার ফাযীলাত**	২৮
২৬	অধিক সাজদাহ্ দানের ফাযীলাত	২৮
২৭	**দিবারাত্রে ১২ রাক্'আত সুন্নাতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফাযীলাত**	২৯
২৮	ফাজ্রের পূর্বে দু' রাক্'আত সুন্নাতের ফাযীলাত	২৯
২৯	**বিত্র সলাতের ফাযীলাত**	২৯
৩০	ফাজ্র ও 'আসরের সলাতে বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফাযীলাত	৩০
৩১	**'ইশা ও ফাজরের সলাত জামা'আতে আদায় করার ফাযীলাত**	৩১
৩২	ফাজ্র ও 'আসর সলাত জামা'আতে আদায় করার ফাযীলাত	৩১
৩৩	**সলাতের জন্য অপেক্ষা করার ফাযীলাত**	৩১
৩৪	দূর থেকে এসে মাসজিদে সলাত আদায়ের ফাযীলাত	৩২
৩৫	**নির্জন প্রান্তরে সলাত আদায় করার ফাযীলাত**	৩২
৩৬	ফায্র ছাড়া সকল সলাত বাড়ীতে আদায়ের ফাযীলাত	৩২
৩৭	**তাহাজ্জুদ সলাতের ফাযীলাত**	৩৩
	সিয়াম ও রমাযান অধ্যায়	
৩৮	**রমাযানের সিয়াম, তারাবীহ্র সলাত ও বিশেষতঃ লায়লাতুল কৃদরে সলাতের ফাযীলাত**	৩৪
৩৯	ইফতার করানোর ফাযীলাত	৩৬
৪০	**তারাবীহ্**	৩৬
৪১	লায়লাতুল কৃদরে 'ইবাদাতের ফাযীলাত	৩৬
৪২	**শাওওয়ালের ৬টি সিয়ামের মাহাত্ম্য**	৩৭
৪৩	আশূরা ও 'আরাফায় না থাকলে আরাফার দিনে সিয়াম পালন করার ফাযীলাত	৩৭
৪৪	**মুহার্রম মাসে সিয়াম পালন করার গুরুত্**	৩৮
৪৫	প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম পালন করার মাহাত্ম্য	৩৮
৪৬	**সোম ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করার ফাযীলাত**	৩৯
৪৭	সাধারণ সিয়াম পালন করার ফাযীলাত	৩৯

	হাজ্জ অধ্যায়	
৪৮	**হাজ্জ ও 'উমরার ফাযীলাত**	৪০
৪৯	রমাযানে 'উমরাহ্ করার গুরুত্ব	৪০
৫০	**'আরাফাতে অবস্থানের গুরুত্ব**	৪১
৫০	যুলহিজ্জার প্রথম ১০ দিনের মাহাত্ম্য	৪১
	যাকাত অধ্যায়	
৫১	**যাকাত প্রদানের মাহাত্ম্য**	৪১
৫২	যাকাতদাতার মর্যাদা	৪২
	দান অধ্যায়	
৫৩	**দানের ফাযীলাত**	৪২
৫৪	গোপনে দান করার গুরুত্ব	৪৩
৫৫	**সদাক্বাহ্ করার ফাযীলাত**	৪৪
৫৬	আল্ল-হর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয়ের ফাযীলাত	৪৪
	জিহাদ ও শাহীদ অধ্যায়	
৫৭	**আল্ল-হর পথে (জিহাদে) বের হওয়ার ফাযীলাত**	৪৭
৫৮	আল্ল-হর পথে শাহীদ হওয়ার ফাযীলাত	৪৭
৫৯	**আল্ল-হর রাস্তায় প্রতিরক্ষা-কার্যের মাহাত্ম্য**	৪৯
৬০	আল্ল-হর রাস্তায় ধূলোর মাহাত্ম্য	৪৯
	কুরআন অধ্যায়	
৬১	**কুরআন পাঠ ও আল্ল-হর স্মরণের জন্য একত্রিত হওয়ার মর্যাদা**	৫০
৬২	কুরআন তিলাওয়াতের ফাযীলাত	৫০
৬৩	**কুরআনের হাফিয**	৫২
৬৪	সূরাহ্ কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করার ফাযীলাত	৫২
৬৫	**আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা ও পাঠের ফাযীলাত**	৫২
৬৬	সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠের ফাযীলাত	৫৩
৬৭	**সূরাহ্ ইখলাস পাঠের ফাযীলাত**	৫৫
৬৮	সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ শেষ ২ আয়াত পাঠের ফাযীলাত	৫৫

	পারিবারিক অধ্যায়	
৬৯	**মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত**	৫৬
৭০	সন্তান-সন্তানাদি লালন-পালনের ফাযীলাত	৫৭
৭১	**আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারীর ফাযীলাত**	৫৭
৭২	ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখার ফাযীলাত	৫৮
৭৩	**পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয়ের ফাযীলাত**	৫৮
৭৪	ওয়াসিয়্যাতের ফাযীলাত	৫৮
৭৫	**মেহমানদারীর ফাযীলাত**	৫৯
	দু'আ-দুরূদ, যিক্‌র ও তাসবীহ্ অধ্যায়	
৭৬	**দু'আর ফাযীলাত**	৬২
৭৭	ঐ দু'আকারীকে খালী হাতে ফিরাতে আল্ল-হ লজ্জা পান	৬২
৭৮	**ঐ সকল দু'আই আল্ল-হ ক্ববূল করেন**	৬২
৭৯	তাওবাহ্‌র ফাযীলাত	৬৩
৮০	**শয্যা গ্রহণের সময় কতিপয় যিক্‌র ও দু'আর মাহাত্ম্য**	৬৫
৮১	**আল্ল-হ্‌র নাম মুখস্থ করার ফাযীলাত**	৬৭
৮২	**সকাল-সন্ধ্যায় পঠনীয় যিক্‌রের ফাযীলাত**	৬৭
৮৩	মাজলিস থেকে উঠার সময় যিক্‌রের (কাফ্‌ফারাতুল মাজলিসের) ফাযীলাত	৬৯
৮৪	**প্রতিদিন ১০০ বার 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' বলার ফাযীলাত**	৬৯
৮৫	প্রতিদিন ১০০ বার 'সুব্‌হানাল্ল-হ' বলার ফাযীলাত	৭১
৮৬	**তাসবীহ্ পাঠের ফাযীলাত**	৭১
৮৭	নিয়মিত আমালের ফাযীলাত	৭২
	মহিলা অধ্যায়	
৮৮	**কন্যা সন্তান লালনের ফাযীলাত**	৭৩
৮৯	স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর দান করার ফাযীলাত	৭৪
৯০	**নেককার মহিলার মর্যাদা**	৭৪
৯১	ধৈর্য ধারণকারী জান্নাতী মহিলা	৭৪

	ব্যবসা অধ্যায়	
৯২	**ব্যবসায় সহানুভূতির বিনিময়ে জান্নাত**	৭৫
৯৩	সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের মর্যাদা	৭৫
৯৪	**ঋণ দেয়ার ফাযীলাত**	৭৬
	মাসজিদ অধ্যায়	
৯৫	**জুমু'আর উদ্দেশে সকাল-সকাল মাসজিদে আসার ফাযীলাত**	৭৬
৯৬	তিন মাসজিদ ও তাতে সলাত আদায় করার ফাযীলাত	৭৭
৯৭	**কুবার মাসজিদে সলাত আদায় করার ফাযীলাত**	৭৭
৯৮	মাসজিদের প্রতি আসক্তি ও তথায় অবস্থানের ফাযীলাত	৭৭
৯৯	**অধিক সাজদাহ্ করার ফাযীলাত**	৭৮
১০০	মাসজিদ নির্মাণ করার ফাযীলাত	৭৯
	দা'ওয়াত ও তাবলীগ অধ্যায়	
১০১	**আল্ল-হর পথে আহ্বানের ফাযীলাত**	৭৯
১০২	দা'ওয়াতদাতার মর্যাদা	৮১
	রোগ, রোগী ও বিপদ-মুসীবত অধ্যায়	
১০৩	**রোগে ধৈর্য ধারণ ও তার ফাযীলাত**	৮২
১০৪	মহামারী	৮৪
১০৫	**রোগীর সেবা শুশ্রূষার ফাযীলাত**	৮৪
১০৬	বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ফাযীলাত	৮৪
১০৭	**বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়ার ফাযীলাত**	৮৫
	বিবিধ	
১০৮	**আল্ল-হর জন্য ভালবাসায় ফাযীলাত**	৮৬
১০৯	এক মুসলিম অপর মুসলিমকে সাহায্য করার ফাযীলাত	৮৬
১১০	**গুনাহ থেকে বাঁচা ও নেক কাজের ফাযীলাত**	৮৭
১১১	জবান হিফাযাতের ফাযীলাত	৮৭
১১২	**বন্ধুত্বের ফাযীলাত**	৮৮
১১৩	ইয়াতীমের সাহায্যকারীর ফাযীলাত	৮৮

১১৪	**বিনয় ও নম্রতার ফাযীলাত**	৮৯
১১৫	জানাযার সাথে যাওয়া ও জানাযার সলাত আদায় করার ফাযীলাত	৯০
১১৬	**রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার মর্যাদা**	৯০
১১৭	ধৈর্য ধারণের ফাযীলাত	৯১
১১৮	**মানুষের কল্যাণের জন্য কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণের ফাযীলাত**	৯১
১১৯	দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ধৈর্য ধরার ফাযীলাত	৯১
১২০	**সৎকর্ম প্রবর্তন (সূচনা) করার ফাযীলাত**	৯২
১২১	যিলহাজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফাযীলাত	৯৩
১২২	**খাবারের বারাকাত**	৯৩
১২৩	ফসল ও গাছ লাগানোর মাহাত্ম্য	৯৪
১২৪	**পানি দান করার ফাযীলাত**	৯৪
১২৫	জীব-জন্তুকে সাহায্য করার ফাযীলাত	৯৪
১২৬	**ভাল ও খারাপ কাজের পরিণতি**	৯৫
১২৭	সালাম দেয়ার ফাযীলাত	৯৫
১২৮	**অপরকে সাহায্য করার ফাযীলাত**	৯৫
১২৯	মুসলিমদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দু'আ করার ফাযীলাত	৯৬
১৩০	**দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার ফাযীলাত**	৯৬

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈমান ও 'আক্বীদাহ্ অধ্যায়

তাওহীদবাদী বা শির্কমুক্ত জীবন যাপনকারীর সুসংবাদ

আবূ যার্ (গিফারী) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : একজন আগন্তুক [জিব্‌রীল (আঃ)] আমার প্রতিপালকের নিকট হতে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্ল-হর সঙ্গে কাউকে শারীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন : যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।[১]

(সহীহুল বুখারী তাও. ১২৩৭, আ.প্র. ১১৫৮, ই.ফা. ১১৬৫)

ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন : আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪৭২, আ.প্র. ৬০২২, ই.ফা. ৬০২৮)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই নাবী (ﷺ) মু'আয (রাঃ)-কে বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্ল-হ্‌র সঙ্গে কোনরূপ শির্ক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয (রাঃ) বললেন, 'আমি কি লোকদের

---

[১] কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ অথবা ক্ষমা লাভের পরই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হলেই মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। হাদীসটি মুসলিম নামধারী চরমপন্থী দল খারিজীদের 'আক্বীদার প্রতিবাদে একটি মাজবূত দলীল। ওদের ধারণা মানুষ কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হলেই কাফির হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)।

www.waytojannah.com

সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে।'

(সহীহুল বুখারী তাও. ১২৯, আ.প্র. ১২৬, ই.ফা. ১৩১)

তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণকারী জান্নাতী

আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শাইবাহ্ ও যুহায়র ইবনু হার্‌ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ..... 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, রসূলুল্ল-হ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করলো যে, আল্ল-হ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৩-(৪৩/২৬), ই.ফা. ৪৩-৪৪; ই.সে. ৪৪-৪৫]

কুতাইবাহ্ বিন সা'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) ..... সুনাবিহী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। সুনাবিহী বলেন, 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম, (তাঁকে দেখে) আমি কেঁদে ফেললাম। এ সময় তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, থামো, কাঁদছো কেন? আল্ল-হর কসম! আমাকে যদি সাক্ষী বানানো হয়, আমি তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবো, আর যদি সুপারিশ করার অধিকারী হই তবে তোমার জন্য সুপারিশ করবো। আর যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি, নিশ্চয়ই সেটাও করবো। অতঃপর তিনি বললেন, আল্ল-হর কসম! এ যাবৎ আমি রসূলুল্ল-হ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে কোন হাদীস শুনেছি, যার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে, তা আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি। কিন্তু একটি মাত্র হাদীস (যা এতদিন আমি তোমাদেরকে বলিনি) আজ এখনই তা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো। কেননা বর্তমানে আমি মৃত্যুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ। আমি রসূলুল্ল-হ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য

---

[২] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলেন, কালিমায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে আল্ল-হকে এক বলে স্বীকার করার পর তার দ্বারা যদি কাবীরাহ্ গুনাহ হয়ে যায় তাহলে একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর খারিজী মুতাযিলা ফিরকা বলে কাবীরাহ্ গুনাহের দরুন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

www.waytojannah.com

দেয় যে, "আল্ল-হ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্ল-হর রসূল, আল্ল-হ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।" [সহীহ মুসলিম লাই. ৪৮-(৪৭/২৯), ই.ফা. ৪৯, ই.সে. ৫০]

যে ঈমানের বদৌলতে জান্নাত পাওয়া যাবে

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত্ তামিমী (রহ.) ও আবূ বাক্র ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহ.) ..... আবূ আইয়ূব (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে হাজির হয়ে আরয করলো, আমাকে এমন একটি 'আমালের কথা বলে দিন, যে 'আমাল আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দিবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি আল্ল-হর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শারীক করবে না, সলাত কায়িম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। সে ব্যক্তি চলে গেলে রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন, তাকে যে 'আমালের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা দৃঢ়তার সাথে পালন করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আবূ শাইবার বর্ণনায় إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا এর স্থলে إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ রয়েছে। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৪-(১৪/...), ই.ফা. ১৪, ই.সে. ১৪]

আবূ বাক্র ইবনু ইসহাক্ (রহ.) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক বিদুঈন রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর কাছে এসে আরয করলো, হে আল্ল-হর রসূল! আমাকে এমন কাজের নির্দেশ দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, আল্ল-হর 'ইবাদাত করো, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, ফার্য সলাত কায়িম করো, নির্ধারিত যাকাত আদায় করো এবং রমাযানের সওম পালন করো। সে লোক বললো : সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কখনো এর মধ্যে বৃদ্ধিও করবো না, আর তা থেকে কমাবও না। লোকটি যখন চলে গেলো, নাবী (ﷺ) বললেন : যদি কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৫-(১৫/১৪), ই.ফা. ১৫, ই.সে. ১৫]

আবূ বাক্‌র ইবনু শাইবাহ্ ও আবূ কুরায়ব (রহিমাহুল্লাহ) ..... জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নু'মান ইবনু কাওকাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন : হে আল্ল-হর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি হারামকে জেনে বর্জন করি এবং হালালকে হালাল বলে গ্রহণ করি তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? নাবী (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ'। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৬-(১৬/১৫), ই.ফা. ১৬, ই.সে. ১৬]

ঈমান আনয়নকারীর মর্যাদা

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাতের দিন যখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার রব্ব! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাও। তারপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ)-এর হাতের আঙুলগুলো যেন এখনো দেখছি।
(সহীহুল বুখারী তাও. ৭৫০৯, আ.প্র. ৬৯৯০, ই.ফা. ৭০০১)

সর্বোত্তম 'আমাল ও তার ফাযীলাত

আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলাম, সর্বোত্তম 'আমাল কোন্‌টি? তিনি বললেন, সময় মত সলাত আদায় করা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্ল-হর পথে জিহাদ করা। তাঁর কষ্ট হবে এ ভেবে অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলাম। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৫৩-(১৩৭/৮৫), ই.ফা. ১৫৪, ই.সে. ১৬০]

ইসহাক্ ইবনু মানসূর (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ মালিক আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক অংশ। 'আলহাম্‌দু লিল্লা-হ' মিযানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ

করে দিবে এবং "সুবহানাল্ল-হ ওয়াল হাম্দুলিল্লা-হ" আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবে। 'সলাত' হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। 'সদাকাহ্' হচ্ছে দলীল। 'ধৈর্য' হচ্ছে জ্যোতির্ময়। আর 'আল কুরআন' হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। বস্তুতঃ সকল মানুষই প্রত্যেক ভোরে নিজেকে 'আমালের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার 'আমাল দ্বারা সে নিজেকে (আল্ল-হর 'আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে তার নিজের ধ্বংস সাধন করে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪২২-(১/২২৩), ই.ফা. ২য় খণ্ড, ৪২৫; ই.সে. ৪৪১]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব ও কুতায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত 'আমাল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার 'আমাল ছাড়া। ১. সদাক্বাহ্ জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন 'ইল্ম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪১১৫-(১৪/১৬৩১), ই.ফা. ৪০৭৭, ই.সে. ৪০৭৬]

'আমালে ইখলাসের ফাযীলাত

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির কোন তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হয়। এক সময়ে তারা কোন গিরি-গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল রাত্রি কাটানোর জন্য। তারা সেথায় প্রবেশ করল। অকস্মাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে ফেলল। তারা (আপোসে) বলল, এ পাথর থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় এই যে, তোমরা নিজে নিজের সৎকর্মের ওয়াসীলায় আল্ল-হর নিকট প্রার্থনা জানাও। ওদের মধ্যে একজন বলল, 'হে আল্ল-হ! আমার খুব বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাঁদের পূর্বে নিজের পরিবারের কাউকে অথবা অন্য কাউকেও নৈশ দুধপান করতে দিতাম না। একদিন (ছাগলের জন্য) গাছ (পাতার) সন্ধানে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরে এসে দেখি তাঁরা উভয়েই ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের জন্য নৈশ দুধ দোহন

www.waytojannah.com

করলাম। কিন্তু তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের পূর্বে নিজ কোন পরিজন বা অন্য কাউকে তা পান করতে দিতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর তাঁদের মাথার কাছে হাতে দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের জাগরণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এভাবে ফাজ্‌র হয়ে গেল। অতঃপর তাঁরা জেগে উঠলেন এবং তাদের সেই নৈশ দুধ পান করলেন। হে আল্ল-হ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশে করে থাকি তাহলে এ পাথরের ফলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর।' পাথরটি কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না। দ্বিতীয়জন বলল, হে আল্ল-হ! আমার ছিল এক চাচাতো বোন; সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। একদা আমি তাকে আমার নিকট তার দেহসমর্পণের আবেদন জানালাম। কিন্তু সে তাতে সম্মত হল না। অতঃপর কোন বছরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার নিকট (সাহায্য নিতে) এলো। আমি তাকে এ শর্তে একশ' দীনার দিলাম, যাতে সে আমার নিকট তার দেহ সমর্পণে অস্বীকার না করে। সে তাই করল। অতঃপর আমি যখন তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম তখন সে বলল, বিনা অধিকারে (সতীচ্ছদের) সীল (কৌমার্য) নষ্ট করা আমি তোমার জন্য বৈধ মনে করি না। তা শুনে আমি তার সাথে যৌনমিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। তাকে ছেড়ে আমি প্রস্থান করলাম অথচ সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা। আর যে স্বর্ণমুদ্রা ওকে দিয়েছিলাম তাও বর্জন করলাম। হে আল্ল-হ! যদি এ কাজ আমি তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশে করেছি, তাহলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা দূর করে দাও।'

তৃতীয়জন বলল, হে আল্ল-হ! আমি একজন মজদুরকে এক 'ফারক'[৩] চাউলের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করেছিলাম। সে তাঁর কাজ শেষ করে এসে বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন। আমি তার প্রাপ্য তার সামনে উপস্থিত করলাম। কিন্তু সে তা ছেড়ে দিল ও প্রত্যাখ্যান করলো। তারপর তার প্রাপ্যটা আমি ক্রমাগত কৃষিকাজে খাটাতে লাগলাম। তা দিয়ে

[৩] فَرَق 'ফারক' তৎকালীন সময়ে প্রচলিত একটি পরিমাপের পাত্র যা ১৬ রাতল-এর সমান।

www.waytojannah.com

অনেকগুলো গরু ও রাখাল জমা করলাম। এরপর সে একদিন আমার কাছে এসে বলল : আল্ল-হকে ভয় কর, আমার ওপর যুল্ম করো না এবং আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম : ঐ গরু ও রাখালের কাছে চলে যাও। সে বলল : 'আল্ল-হকে ভয় করো, আমার সাথে উপহাস করো না। আমি বললাম : তোমার সাথে আমি উপহাস করছি না। তুমি ঐ গরুগুলো ও তার রাখাল নিয়ে যাও। তারপর সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। (হে আল্ল-হ!) আপনি জানেন যে, তা আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করেছি, তাই আপনি অবশিষ্টাংশ উন্মুক্ত করে দিন। তারপর আল্ল-হ তাদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দিলেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৯৭৪, আ.প্র. ৫৫৪১, ই.ফা. ৫৪৩৬)

সুন্নাত অনুসরণের ফাযীলাত

রসূলুল্ল-হ (ﷺ) আনাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : হে প্রিয় বৎস! আর যে লোক আমার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, পরকালে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। (তিরমিযী হাঃ ২৬১৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন : যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে।[৪] (সহীহুল বুখারী তাও. ৭২৮০, আ.প্র. ৬৭৭১, ই.ফা. ৬৭৮৩)

'ইল্ম প্রচার ও হাদীস বর্ণনা করার ফাযীলাত

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত্ তামীমী, আবূ বাক্র ইবনু আবূ শায়বাহ্ ও মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা আল হাম্দানী (রাঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন :

---

[৪] যারা আল্ল-হর রসূলের সহীহ হাদীসকে জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ ক'রে কারো কল্পিত রায় কিয়াসের অনুসরণ করে তারা আল্ল-হর রসূলের অবাধ্য।

www.waytojannah.com

যে লোক কোন ঈমানদারের দুন্‌ইয়া থেকে কোন মুসীবাত দূর করে দিবে, আল্ল-হ তা'আলা বিচার দিবসে তার থেকে মুসীবাত সরিয়ে দিবেন। যে লোক কোন দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্ল-হ তা'আলা দুন্‌ইয়া ও আখিরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন। যে লোক কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে আল্ল-হ তা'আলা দুন্‌ইয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই-এর সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে আল্ল-হ ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন। যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্ল-হ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্ল-হর গৃহসমূহের কোন একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্ল-হর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের ওপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহ্‌মাত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং মালাকগণ (ফেরেশ্‌তাগণ) তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্ল-হ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তীদের (ফেরেশ্‌তাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যে লোককে 'আমালে পিছনে সরিয়ে দিবে তার বংশ (মর্যাদা) তাকে অগ্রসর করে দিবে না।[৫]

(সহীহ মুসলিম লাই. ৬৭৪৬-(৩৮/২৬৯৯), ই.ফা. ৬৬০৮, ই.সে. ৬৬৬১)

তাক্বদীরের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার ফাযীলাত

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্ল-হু 'আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তা একটি আযাব। আল্ল-হ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তাদের উপর তা প্রেরণ করেন। আর আল্ল-হ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাগণের উপর তা রহমাত করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যখন প্লেগে আক্রান্ত জায়গায় সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার

---

[৫] যার 'আমাল কম সে কখনো অধিক সৎকর্মশীল লোকের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তার উচিত হবে যে, স্বল্প 'আমাল, বাপ-দাদাদের কৃতিত্ব ও বংশ মর্যাদার ওপর ভরসা না করে সর্বদা নেক 'আমালে জড়িয়ে থাকা।

www.waytojannah.com

অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্ল-হ্ তাক্বদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে তাহলে সে একজন শাহীদের সমান সাওয়াব পাবে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৩৪৭৪, আ.প্র. ৩২১৬, ই.ফা. ৩২২৫)

যায়দ ইব্নু ওয়াহ্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্ল-হ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মতো চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্ল-হ একজন মালাক (ফেরেশ্তা) প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার 'আমাল, তার রিয্ক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেক্কার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি 'আমাল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় তার 'আমালনামা তার ওপর জয়ী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মতো 'আমাল করে। আর একজন 'আমাল করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে, এমন সময় তার 'আমালনামা তার ওপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মতো 'আমাল করে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৩২০৮, আ.প্র. ২৯৬৮, ই.ফা. ২৯৭৮)

মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ও ফাযীলাত

'আবদুল্ল-হ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর যুল্ম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্ল-হ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্ল-হ ক্বিয়ামাতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৪৪২, আ.প্র. ২২৬৩, ই.ফা. ২২৭৮)

www.waytojannah.com

পবিত্রতা অধ্যায়

ওযূর ফাযীলাত

'আব্দ ইবনু হুমায়দ ও হাজ্জাজ ইবনু আশ্ শা'ইর (রহিমাহুল্লাহ) .... 'আম্র ইবনু সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিমের যখন কোন ফার্য সলাতের ওয়াক্ত হয় আর সে উত্তমরূপে সলাতের ওযূ করে, সলাতের নিয়ম ও রুকূ'কে উত্তমরূপে আদায় করে তা হলে যতক্ষণ না সে কোন কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হবে তার এ সলাত তার পিছনের সকল গুনাহের জন্যে কাফ্ফারাহ্ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৩১-(৭/২২৮), ই.ফা. ৪৩৪, ই.সে. ৪৫০]

মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার ইবনু রিব্'ঈ আল ক্বায়সী (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত পাপ ঝড়ে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৬৬-(৩৩/২৪৫), ই.ফা. ৪৬৯, ই.সে. ৪৮৫]

হুমরান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইব্নু 'আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর মাথা মাস্হ করলেন। অতঃপর দুই পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযূ করবে, অতঃপর দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে, যাতে দুন্ইয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহুল বুখারী তাঁও. ১৫৯, আ.প্র. ১৫৬, ই.ফা. ১৬১)

নু'আয়ম মুজমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সঙ্গে মাসজিদের ছাদে উঠলাম। অতঃপর তিনি ওযূ করে বললেন : 'আমি আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, ওযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।'

(সহীহুল বুখারী তাও. ১৩৬, আ.প্র. ১৩৩, ই.ফা. ১৩৮)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : কোন মুসলিম কিংবা মু'মিন বান্দা (রাবীর সন্দেহ) ওযূর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় এবং যখন সে দু'টি হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ পানির অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝড়ে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝড়ে যায়, এমনকি সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

[সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড লাই. ৪৬৫-(৩২/২৪৪), ই.ফা. ৪৬৮, ই.সে. ৪৮৪]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব, কুতায়বাহ্ ও ইবনু হুজ্‌র (রাহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আমি কি তোমাদের এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্ল-হ (বান্দার) পাপরাশি দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্ল-হর রসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন : অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, মাসজিদে আসার জন্যে বেশি পদচারণা করা এবং এক সলাতের পর আর এক সলাতের জন্যে প্রতীক্ষা করা; আর এ কাজগুলোই হল সীমান্ত প্রহরা।[৬] [সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড লাই. ৪৭৫-(৪১/২৫১), ই.ফা. ৪৭৮, ই.সে. ৪৯৪]

---

[৬] রিবাত (সীমান্ত প্রহরী) অর্থ : কোন জিনিস থেকে বন্ধ থাকা, অর্থাৎ ইতা'আতের উপর নিজের আত্মাকে বন্ধ রাখা, তাতে যত কষ্টই হোক।

www.waytojannah.com

ওযূর পর দু'আ পাঠের ফাযীলাত

'উমার বিন খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযূ করার পর (নিম্নের যিক্‌র) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ : আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্ল-হ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৪১-(১৭/২৩৪), ই.ফা. ৪৪৪, ই.সে. ৪৬০]

ওযূর পরে দু' রাক্'আত সলাত আদায়ের ফাযীলাত

'উকবাহ্ বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে তক্ষণই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।"

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৪১-(১৭/২৩৪), ই.ফা. ৪৪৪, ই.সে. ৪৬০]

যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে সে ব্যক্তির পূর্বের সমুদয় গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।" (আবূ দাউদ, সহীহ তারগীব ২২১)

মুর্দাকে গোসল ও কাফন দেয়ার ফাযীলাত

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাইয়্যিতের দাফন সম্পন্ন করে অবসর গ্রহণকালে ক্বরের নিকট দাঁড়িয়ে উপস্থিত

সকলকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য (আল্ল-হ তা'আলার নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর ও দু'আ চাও, যেন তাকে এখন (মালায়িকার প্রশ্নোত্তরে) ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকার শক্তি-সামর্থ্য দেন। কেননা এখনই তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ্ হাঃ ১৩৩ তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ, আবূ দাউদ ৩২২১)

রসূলুল্ল-হ (ﷺ) দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত ক্ববরের পাশে দাঁড়াতেন। এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, দাফনকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ববরের নিকট অপেক্ষা করা উচিত। তারপর মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে হবে, যাতে সে ঈমানের ওপর দৃঢ়তার সাথে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন।

সলাত অধ্যায়

আযান, মুয়ায্যিন ও প্রথম কাতারের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফাযীলাত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ফায়সালা করত। যুহরের সলাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফাযীলাত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফাযীলাত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত। (সহীহুল বুখারী তাও. ৬১৫, আ.প্র. ৫৮০, ই.ফা. ৫৮৮)

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্ল-হ ইবনু নুমায়র (রহিমাহুল্লাহ) ..... ত্বাল্‌হাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় মুয়ায্যিন তাকে সলাতের জন্য ডাকতে আসল। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি

রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ক্বিয়ামাতের দিন মুয়াযযিনদের গর্দান সবচেয়ে বেশি উঁচু হবে। [সহীহ মুসলিম লাই. ৭৩৮-(১৪/৩৮৭), ই.ফা. ৭৩৬, ই.সে. ৭৫১]

'আবদুল্ল-হ্ ইবনু 'আবদুর রহমান আল আনসারী মাযিনী (رحمه الله) হতে বর্ণিত। তাকে তার পিতা সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ সা'ঈদ আল খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বকরী চড়ানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালোবাস। তাই তুমি যখন বকরী নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সলাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন্, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়ায্যিনের আওয়াজ শুনবে, সে ক্বিয়ামাতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এ কথা আমি আল্ল-হর রসূল (ﷺ)-এর নিকট শুনেছি।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬০৯, আ.প্র. ৫৭৪, ই.ফা. ৫৮২)

আযানের জওয়াব দেয়া এবং শেষে দু'আ পড়ার ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ আল মুরাদী (رحمه الله) ..... 'আবদুল্ল-হ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্ল-হ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্ল-হর কাছে ওয়াসীলাহ্ প্রার্থনা কর। কেননা, 'ওয়াসীলাহ্' জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্ল-হর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্ল-হর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলাহ্ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে। [সহীহ মুসলিম লাই. ৭৩৫-(১১/৩৮৪), ই.ফা. ৭৩৩, ই.সে. ৭৪৮)

ইসহাক্ব ইবনু মানসূর (رحمه الله) .... 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : মুওয়াযযিন যখন "আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার" বলে তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার জবাবে বলে : "আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার"। যখন

www.waytojannah.com

মুওয়ায্যিন বলে : "আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" এর জবাবে সেও বলে : "আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"। অতঃপর মুওয়ায্যিন বলে : "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্ল-হ" এর জবাবে সে বলে : "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্ল-হ"। অতঃপর মুওয়ায্যিন বলে : "হাইয়্যা 'আলাস সলা-হ্" এর জবাবে সে বলে : "লা- হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ"। অতঃপর মুওয়ায্যিন বলে : "হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ্" এর জবাবে সে বলে : "লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"। অতঃপর মুওয়ায্যিন বলে : "আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার" এর জবাবে সে বলে : "আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার"। অতঃপর মুওয়ায্যিন বলে : "লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" এর জবাবে সে বলে : "লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"। আযানের এ জবাব দেয়ার কারণে সে জান্নাতে যাবে।

(সহীহ মুসলিম লাই. ৭৩৬-(১২/৩৮৫), ই.ফা. ৭৩৪, ই.সে. ৭৪৯)

জাবির বিন 'আবদুল্ল-হ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দু'আ পাঠ করবে সে ব্যক্তির জন্য ক্বিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে;

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَنِ الَّذِي وَعَدْتَهُ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস্ সলা-তিল ক্ব-য়িমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাতা ওয়াব 'আস্হু মাক্ব-মাম মাহমুদা নিল্লাযী ওয়াআদ্তাহু।

অর্থ : এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সলাতের প্রভু হে আল্ল-হ! মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে জান্নাতের সম্মানিত স্থান, ওয়াসীলা ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে মাক্বামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দাও, যে বিষয়ে তুমি পূর্বেই ওয়া'দা করেছ। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৭৯, আ.প্র. ৫৪৫, ই.ফা. ৫৫২)

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেন : "যে ব্যক্তি আযানের সময় নিম্নের দু'আ পাঠ করবে আল্ল-হ তার পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিবেন;

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

অর্থ : আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্ল-হই একমাত্র সত্য উপাস্য, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্ল-হ (আমার) প্রতিপালক, ইসলাম (আমার) দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) (আমার) রসূল হওয়ার ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট ও সম্মত।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৭৩৭-(১৩/৩৮৬), ই.ফা. ৭৩৫, ই.সে. ৭৫০]

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ফাযীলাত

কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে লায়স (রহিমাহুল্লাহ) কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ হতে ইবনু মুযারাহ (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন ....., তবে বাক্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? এ ব্যাপারে তোমরা কী বল? সবাই বলল : না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবে না। তখন রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন : এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা আল্ল-হ তা'আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (সহীহ মুসলিম লাই. ১৪০৭-(২৮৩/৬৬৭), ই.ফা. ১৩৯৪, ই.সে. ১৪০৬)

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব, কুতাইবাহ্ ইবনু সা'ঈদ ও 'আলী ইবনু হুজ্‌র (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এবং এক জুমু'আহ্ থেকে অন্য জুমু'আহ্ এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহের জন্যে কাফ্ফারাহ্ হয়ে যায় যদি সে কাবীরাহ্ গুনাহতে লিপ্ত না হয়। [সহীহ মুসলিম লাই. ৪৩৮-(১৪/২৩৩), ই.ফা. ৪৪১, ই.সে. ৪৫৭]

জামা'আতে সলাত আদায় করা ও মাসজিদে যাওয়ার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : কোনো ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সলাতের সাওয়াব, তার নিজের ঘরে ও বাজারে আদায়কৃত সলাতের সাওয়াবের চেয়ে পঁচিশ

www.waytojannah.com

গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে ওযূ করল, অতঃপর একমাত্র সলাতের উদ্দেশে মাসজিদে রওয়ানা করল তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। সলাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সলাতের স্থানে থাকে, মালাকগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন - "হে আল্ল-হ! আপনি তার ওপর রহমাত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সলাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতরত বলে গণ্য হয়। (সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪৭, আ.প্র. ৬১১, ই.ফা. ৬১৮)

জামা'আতে সলাত আদায় করার ফাযীলাত

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখাৎ বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : "একাকী সলাত অপেক্ষা জামা'আতের সলাত সাতাশ গুণ উত্তম।"

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪৫, আ.প্র. ৬০৯, ই.ফা. ৬১৭)

প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করার ফাযীলাত

আবূ বাক্র ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আবদুল্ল-হ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলাম, সর্বোত্তম 'আমাল কোন্‌টি? তিনি বললেন, সময় মত সলাত আদায় করা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্ল-হর পথে জিহাদ করা। তাঁর কষ্ট হবে এ ভেবে অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলাম। [সহীহ মুসলিম ১৫৩-(১৩৭/৮৫), ই.ফা. ১৫৪, ই.সে. ১৬০]

প্রথম কাতারের ফাযীলাত

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : আযান দেয়া এবং প্রথম লাইনে দাঁড়ানোর মধ্যে যে কি মর্যাদা রয়েছে তা যদি মানুষ জানতে পারত, তবে তা পাবার জন্য তারা প্রয়োজনবোধে লটারী করত। দুপুরের সলাতের যে মর্যাদা রয়েছে তা যদি তারা জানতে পারত, তবে তারা এটা লাভ করার প্রতিযোগিতায় লেগে যেত। 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতের মধ্যে

(তাদের জন্য) কি মর্যাদা রয়েছে তা যদি জানতে পারত তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এসে সলাতে উপস্থিত হ'ত।

[সহীহ মুসলিম ৮৬৭-(১২৯/৪৩৭), ই.ফা. ৮৬৩, ই.সে. ৮৭৬]

কাতার মিলানো ও ফাঁক বন্ধ করার ফাযীলাত

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেন : "অবশ্যই আল্ল-হ তাদের প্রতি রহম করেন এবং মালাকগণের জন্য দু'আ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়।

(ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান, হাকিম)

ইমামের পিছনে 'আমীন' বলার ফাযীলাত

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন : ইমাম যখন 'আ-মীন' বলে, তোমরাও তখন 'আ-মীন' বল। কেননা যার 'আ-মীন' বলা মালাকগণের (ফেরেশতাদের) 'আ-মীন' বলার সাথে মিলে যাবে তার আগেকার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) 'আ-মীন' বলতেন। [সহীহ মুসলিম লাই. ৮০১-(৭২/৪১০), ই.ফা. ৭৯৮, ই.সে. ৮১০]

মনোযোগসহ সলাত আদায়ের ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম ইবনু মায়মূন (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'উকবাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ওপর উট চড়ানোর দায়িত্ব ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চড়িয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রসূল (ﷺ)-কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকেদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম, "যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযূ করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি আল্ল-হর প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। 'উক্বাহ্ বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম : বাহ! হাদীসটি কত চমৎকার! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরো উত্তম। আমি সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি 'উমার। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে দেখেছি, এ মাত্র এসেছো। রসূল (ﷺ)-এর আগে বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযূ

www.waytojannah.com

করে এ দু'আ পড়বে- "আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ"। তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৪১-(১৭/২৩৪), ই.ফা. ৪৪৪, ই.সে. ৪৬০]

স্বশব্দে 'আমীন' বলার ফাযীলাত

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা মালাকগণের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৭৮২, আ.প্র. ৭৩৮, ই.ফা. ৭৪৬)

রুকূ' থেকে উঠার পর দু'আ পাঠ করার ফাযীলাত

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন : ইমাম যখন "সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ" বলে তোমরা তখন "আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্দ" বল। কেননা যার এ কথা মালায়িকাদের (ফেরেশতাদের) কথার সাথে মিলে যাবে তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৭৯৯-(৭১/৪০৯), ই.ফা. ৭৯৬, ই.সে. ৮০৮]

অধিক সাজদাহ্ দানের ফাযীলাত

হাকাম ইবনু মূসা আবূ সালিহ্ (রহঃ) ..... রাবী'আহ্ ইবনু কা'ব আল আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর সাথে রাত যাপন করছিলাম। আমি তাঁর ওযূর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন : কিছু চাও! আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন : তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদাহ্ করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৯৮১-(২২৬/৪৮৯), ই.ফা. ৯৭৬, ই.সে. ৯৮৭]

www.waytojannah.com

দিবারাত্রে ১২ রাক্'আত সুন্নাতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্ল-হ ইবনু নুমায়র (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আম্র ইবনু আওস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রোগে 'আম্বাসাহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান মৃত্যুবরণ করেছেন- সে রোগ শয্যায় থাকাকালে তিনি আমার কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা খুবই খুশীর বা আনন্দের। তিনি বলেছেন : আমি উম্মু হাবীবাকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট ১২ রাক্'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করে তার বিনিময়ে জান্নাতে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।

(সহীহ মুসলিম লাই. ১৫৭৯-(১০১/৭২৮), ই.ফা. ১৫৬৪, ই.সে. ১৫৭১)

যুহায়র ইবনু হার্ব ও 'উবায়দুল্ল-হ ইবনু সা'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আবদুল্ল-হ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর সাথে যুহরের পূর্বে দু' রাক্'আত, পরে দু' রাক্'আত, মাগরিবের সলাতের পর দু' রাক্'আত, 'ইশার সলাতের পর দু' রাক্'আত এবং জুমু'আর সলাতের পর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব, 'ইশা ও জুমু'আর সলাতের পরের দু' রাক্'আত সলাত নাবী (ﷺ)-এর সাথে তাঁর বাড়ীতে আদায় করেছি।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৫৮৩-(১০৪/৭২৯), ই.ফা. ১৫৬৮, ই.সে. ১৫৭৫]

ফাজ্রের পূর্বে দু' রাক্'আত সুন্নাতের ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনু 'উবায়দ আল গুবায়ী (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : ফাজ্রের দু' রাক্'আত (সুন্নাত) সলাত দুন্ইয়া ও তার সব কিছুর থেকে উত্তম।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৫৭৩-(৯৬/৭২৫), ই.ফা. ১৫৫৮, ই.সে. ১৫৬৫]

বিত্র সলাতের ফাযীলাত

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখাৎ বর্ণিত। তিনি বলেন, বিত্র ফার্য সলাতের মতো অবশ্য পালনীয় নয় তবে আল্ল-হ্র রসূল (ﷺ) তাকে সুন্নাতের রূপদান

Contents

করেছেন; তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্ল-হ বিতর (জোড়াহীন) তিনি বিত্‌র (জোড়াশূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্‌র (বিজোড়) সলাত আদায় কর, হে আহলে কুরআন!"

(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু খুযায়মাহ্, সহীহ তারগীব হাঃ ৫৮৮)

ফাজ্‌র ও 'আসরের সলাতে বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফাযীলাত

হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্‌দী (রাঃ) ..... আবূ বাক্‌র তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দু' ঠাণ্ডা সময়ের (ফাজ্‌র ও 'আসর) সলাত ঠিকমত আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৩২৩-(২১৫/৬৩৫), ই.ফা. ১৩১১, ই.সে. ১৩২৩]

আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শায়বাহ্, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক্ব ইবনু ইব্‌রাহীম (রাঃ) ..... আবূ বাক্‌র ইবনু 'উমারাহ্ ইবনু রুয়াইবাহ্ তার পিতা রুয়াইবাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : এমন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যে সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সলাত অর্থাৎ ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের সলাত আদায় করে। এ কথা শুনে বাসরার অধিবাসী একটি লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি নিজে রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর নিকট থেকে এ কথা শুনেছ? সে বলল : হ্যাঁ। তখন লোকটি বলে উঠল, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজে এ হাদীসটি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। আমার দু' কান তা শুনেছে আর মন তা স্মরণ রেখেছে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৩২১-(২১৩/৬৩৪), ই.ফা. ১৩০৯, ই.সে. ১৩২১]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : মালাকগণ পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। 'আসর ও ফাজ্‌রের সলাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে

www.waytojannah.com

আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সলাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সলাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।
(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৫৫, আ.প্র. ৫২২, ই.ফা. ৫২৮)

'ইশা ও ফাজরের সলাত জামা'আতে আদায় করার ফাযীলাত

ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ 'আমরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মাগরিবের সলাতের পর 'উসমান ইবনু আফ্ফান মাসজিদে এসে একাকী এক জায়গায় বসলেন। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন- ভাতিজা, আমি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে 'ইশার সলাত আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত সলাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে সলাত আদায় করল।
[সহীহ মুসলিম লাই. ১৩৭৬-(২৬০/৬৫৬), ই.ফা. ১৩৬৪, ই.সে. ১৩৭৬]

ফাজ্‌র ও 'আসর সলাত জামা'আতে আদায় করার ফাযীলাত

নাস্‌র ইবনু 'আলী আল জাহ্‌যামী (রহিমাহুল্লাহ) ..... জুনদুব ইবনু 'আবদুল্ল-হ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত আদায় করল সে মহান আল্ল-হর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। আর আল্ল-হ তোমাদের কারো কাছে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তাদানের বিনিময়ে কোন অধিকার দাবী করেন না। যদি করেন তাহলে তাকে এমনভাবে পাকড়াও করবেন যে উল্টিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৩৭৮-(২৬১/৬৫৭), ই.ফা. ১৩৬৬, ই.সে. ১৩৭৮]

সলাতের জন্য অপেক্ষা করার ফাযীলাত

ইবনু আবূ 'উমার (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতের পর উক্ত স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মালায়িকাহ্ এ বলে

তার জন্য দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্ল-হ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্ল-হ! তুমি তাকে রহ্মাত দান করো। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি ততক্ষণ সলাতরত বলেই গণ্য হবে যতক্ষণ সে সলাতের জন্য অপেক্ষামান থাকে। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৩৯৪-(২৭৩/...) ই.ফা. ১৩৮০, ই.সে. ১৩৯২(ক)]

দূর থেকে এসে মাসজিদে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

হাজ্জাজ ইবনুশ্ শা'ইর (রহিমাহুল্লাহ) ..... জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়ী মাসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। আমরা মাসজিদের আশে-পাশে বাড়ী নির্মাণের জন্য ঐ ঘর-বাড়ী বেঁচে ফেলতে মনস্থ করলে রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা করতে নিষেধ করেন। তিনি (আমাদের সম্বোধন করে) বললেন : (সলাতের জন্য মাসজিদে আসার) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তোমাদের মর্যাদা ও সাওয়াব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৪০৪-(২৭৯/৬৬৪), ই.ফা. ১৩৯০, ই.সে. ১৪০২]

নির্জন প্রান্তরে সলাত আদায় করার ফাযীলাত

'উকবাহ্ বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "তোমার প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বতচূড়ায় সে ছাগলের রাখালকে দেখে যে সলাতের জন্য আযান দিয়ে (সেখানেই) সলাত আদায় করে; আল্ল-হ তা'আলা বলেন, "তোমরা আমার এ বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান দিয়ে সলাত কায়িম করছে! সে আমাকে ভয় করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।'

(আবূ দাউদ, নাসায়ী, সহীহ তারগীব হাঃ ২৩৯)

ফায্র ছাড়া সকল সলাত বাড়ীতে আদায়ের ফাযীলাত

আবূ বাক্র ইবনু আবূ শায়বাহ্ ও আবূ কুরায়ব (রহিমাহুমাল্লাহু) ..... জাবির ইবনু 'আবদুল্ল-হ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে সলাত আদায় করবে তখন সে যেন বাড়ীতে আদায় করার জন্যও তার সলাতের কিছু অংশ রেখে দেয়। কেননা তার সলাতের কারণে আল্ল-হ তা'আলা তার বাড়ীতে বারাকাত ও কল্যাণ দান করে থাকেন। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৭০৭-(২১০/৭৭৮), ই.ফা. ১৬৯২, ই.সে. ১৬৯৯]

www.waytojannah.com

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর পাতা অথবা চাটাই দিয়ে রসূলুল্ল-হ (সাঃ) একটি ছোট কামরা তৈরি করে তাতে সলাত আদায় করতে গেলেন। এ দেখে কিছু সংখ্যক লোক এসে তাঁর সাথে সলাত আদায় করলেন। যায়দ ইবনু সাবিত বলেন : অন্য এক রাতেও লোকজন এসে জমা হ'ল। কিন্তু রসূলুল্ল-হ (সাঃ) (সে রাতে) দেরী করলেন এবং এমনকি তিনি সে রাতে আসলেন না। তাই লোকজন উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে ডাকাডাকি করল এবং বাড়ীর দরজায় কঙ্কর ছুঁড়তে শুরু করল। তখন রসূলুল্ল-হ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে তাদের মাঝে এসে বললেন : তোমরা যখন ক্রমাগত এরূপ করছিলে তখন আমার ধারণা হ'ল যে, এ সলাত হয়ত তোমাদের জন্য ফার্‌য করে দেয়া হবে। অতএব তোমরা বাড়িতেই (নাফ্‌ল) আদায় করবে। কেননা ফার্‌য সলাত ছাড়া অন্যসব সলাত বাড়ীতে আদায় করা মানুষের জন্য সর্বোত্তম। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৭১০-(২১৩/৭৮১), ই.ফা. ১৬৯৫, ই.সে. ১৭০২]

তাহাজ্জুদ সলাতের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাঃ) বলেছেন : আমাদের রব প্রত্যেক রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, আমার কাছে যে দু'আ করবে, আমি তার দু'আ কবূল করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দেব। আমার কাছে যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাকে আমি ক্ষমা করে দেব। (সহীহুল বুখারী তাও. ৭৪৯৪, আ.প্র. ৬৯৭৬, ই.ফা. ৬৯৮৬)

'উসমান ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) .... জাবির ইবনু 'আবদুল্ল-হ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : সারা রাতের মধ্যে এমন একটি বিশেষ সময় আছে যে সময়ে কোন মুসলিম আল্ল-হর কাছে দুন্‌ইয়া এবং আখিরাতের কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। আর ঐ বিশেষ সময়টি প্রত্যেক রাতেই থাকে। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৬৬৯ (১৬৬/৭৫৭), ই.সে. ১৬৪৭, ই.ফা. ১৬৩৯]

www.waytojannah.com

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : "রমাযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সিয়াম হচ্ছে আল্ল-হর মাস মুহাররমের সিয়াম। আর ফারয সলাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সলাত হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) সলাত।" (মুসলিম হাঃ ১১৬৩)

সিয়াম ও রমাযান অধ্যায়

রমাযানের সিয়াম, তারাবীহ্র সলাত ও বিশেষতঃ লায়লাতুল ক্বদরে সলাতের ফাযীলাত

আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেন : যে বান্দা আল্ল-হর রাস্তায় একদিন মাত্র সিয়াম পালন করবে সে বান্দাকে আল্ল-হ ঐ সিয়ামের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব রাখবেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ২৮৪০, আ.প্র. ২৬৩০, ই.ফা. ২৬৪০)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রমাযানের সিয়াম ব্রত পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৩৮, আ.প্র. ৩৭, ই.ফা. ৩৭)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : রমাযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শাইত্বনগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৮৯৯, আ.প্র. ১৭৬৪, ই.ফা. ১৭৭৫)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হ ঘোষণা করেন যে, সওম আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তোষ অর্জনের জন্য তার প্রবৃত্তি, তার আহার ও তার পান ত্যাগ করেছে। আর সওম হল ঢাল। সওম পালনকারীর জন্য আছে দু'টি আনন্দ। এক আনন্দ হ'ল যখন সে ইফ্ত্বার করে, আর এক আনন্দ হ'ল, যখন সে তার রবের সঙ্গে মিলিত হবে। আল্ল-হর কাছে সওমকারীর মুখের গন্ধ মিস্কের সুগন্ধি হতেও উত্তম। (সহীহুল বুখারী তাও. ৭৪৯২, আ.প্র. ৬৯৭৪, ই.ফা. ৬৯৮৪)

www.waytojannah.com

সাহ্‌ল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন : জান্নাতে 'রাইয়্যান' নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে ক্বিয়ামাতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ১৮৯৬, আ.প্র. ১৭৬১, ই.ফা. ১৭৭২)

আবুত্ ত্বাহির ও হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত্ তুজীবী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ থেকে আল্ল-হর রাস্তায় জোড়া খরচ করে জান্নাতে তাকে এই বলে ডাকা হবে যে, ওহে আল্ল-হর বান্দা! এখানে আসো, এখানে তোমার জন্য উত্তম ও কল্যাণ রয়েছে। যে ব্যক্তি নামাযী তাকে সলাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। সদাক্বাহ্ দানকারীকে সদাক্বার দরজা দিয়ে ডাকা হবে এবং রোযাদারকে রোযার দরজা রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, হে আল্ল-হর রসূল! কোন্ ব্যক্তিকে সবগুলো দরজা দিয়ে ডাকা হবে কি? অর্থাৎ এমন কোন ব্যক্তি হবে কি যাকে সবগুলো দরজা দিয়েই ডাকা হবে? রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমিই হবে তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি।

[সহীহ মুসলিম লাই. ২২৬১-(৮৫/১০২৭), ই.ফা. ২২৪০, ই.সে. ২২৪১]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদ্‌রে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদাত করে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমাযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৯০১, আ.প্র. ১৭৬৬, ই.ফা. ১৭৭৭)

www.waytojannah.com

ইফতার করানোর ফাযীলাত

যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : "যে ব্যক্তি কোন সিয়ামপালনকারীকে ইফত্বার করায় সে ব্যক্তিও ঐ সিয়ামপালনকারীর সমপরিমাণই সাওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ সিয়ামপালনকারীর সাওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয় না।"

(তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্, ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান, সহীহ তারগীব হাঃ ১০৬৫)

তারাবীহ্

'আব্দ ইবনু হুমায়দ (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৃঢ় বা কঠোরভাবে নির্দেশ না দিয়ে রমাযান মাসের তারাবীহ আদায় করতে উৎসাহিত করে বলতেন : যে ব্যক্তি ঈমানসহ ও একান্ত আল্ল-হর সন্তুষ্টির নিমিত্তে রমাযান মাসের তারাবীহ আদায় করল তার পূর্বের সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। অতঃপর রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করলেন। তখনও এ অবস্থা চলছিল। (অর্থাৎ মানুষকে তারাবীহ আদায় করতে নির্দেশ না দিয়ে শুধু উৎসাহিত করা হতো।) আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও এ নীতি কার্যকর ছিল।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৬৭৯- (১৭৪/..., ই. ফা. ১৬৫০, ই. সে. ১৬৫৭]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রমাযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমাযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমাযান অর্থাৎ তারাবীহের সলাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

[সহীহুল বুখারী তাও. ২০০৮, আ.প্র. ১৮৬৭, ই.ফা. ১৮৭৯; সহীহ মুসলিম লাই. ১৬৭৮- (১৭৩/৭৫৯, ই. ফা. ১৬৪৯, ই. সে. ১৬৫৬]

লায়লাতুল ক্বদ্‌রে 'ইবাদাতের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি রমাযানে ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় সওম পালন

www.waytojannah.com

করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল ক্বদ্‌রে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২০১৪, আ.প্র. ১৮৭১, ই.ফা. ১৮৮৪)

শাওওয়ালের ৬টি সিয়ামের মাহাত্ম্য

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব, কুতায়বাহ্ ও 'আলী ইবনু হুজ্‌র (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : রমাযান মাসের সিয়াম পালন করে পরে শাওওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত।

[সহীহ মুসলিম লাই. ২৬৪৮-(২০৪/১১৬৪), ই.ফা. ২৬২৫, ই.সে. ২৬২৪]

আশূরা ও 'আরাফায় না থাকলে আরাফার দিনে সিয়াম পালন করার ফাযীলাত

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত্ তামীমী ও কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিভাবে সওম পালন করেন? তার এ কথায় রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তুষ্ট হলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর অসন্তোষ লক্ষ্য করে বললেন, "আমরা আল্ল-হর ওপর (আমাদের) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামের উপর (আমাদের) দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর আমাদের নাবী হিসেবে আমরা সন্তুষ্ট। আমরা আল্ল-হর কাছে তাঁর ও তাঁর রসূলের অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কথাটি বার বার আওড়াতে থাকলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসন্তোষের ভাব দূরীভূত হ'ল। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্ল-হর রসূল! যে ব্যক্তি সারা বছর সওম পালন করে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, সে সওম পালন করেনি এবং ছেড়েও দেয়নি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস্ করলেন, যে পর্যায়ক্রমে দু'দিন সওম

পালন করে ও একদিন সওম ত্যাগ করে, তার অবস্থা কীরূপ? তিনি বললেন, এ সামর্থ্য কার আছে? (অর্থাৎ সামর্থ্য) থাকলে বেশ ভাল কথা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি একদিন পর একদিন সওম পালন করে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, এটা দাউদ ﷺ-এর সওম। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, যে একদিন সওম পালন করে ও একদিন করে না, তার অবস্থা কিরূপ? রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন, আমি আশা করি যে, আমার এতটা শক্তি হোক। তিনি পুনরায় বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করা এবং রমাযান মাসের সওম এক রমাযান থেকে পরবর্তী রমাযান পর্যন্ত সারা বছর সওম পালনের সমান। আর 'আরাফাত দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্ল-হর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহ্‌র ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর আশূরার সওম সম্পর্কে আমি আল্ল-হর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারাহ হয়ে যাবে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ২৬৩৬-(১৯৬/১১৬২), ই.ফা. ২৬১৩, ই.সে. ২৬১২]

আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) আশূরার (১০ই মুহার্‌রম) দিন সিয়াম পালন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি (ﷺ) বললেন, (উক্ত সিয়াম) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেয়।" [সহীহ মুসলিম লাই. ২৬৩৬-(১৯৬/১১৬২), ই.ফা. ২৬১৩, ই.সে. ২৬১২]

মুহার্‌রম মাসে সিয়াম পালন করার গুরুত্ব

কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন, রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্ল-হর মাস মুহাররমের সওম এবং ফার্‌য সলাতের পর সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে রাতের সলাত।

[সহীহ মুসলিম লাই. ২৬৪৫-(২০২/১১৬৩), ই.ফা. ২৬২২, ই.সে. ২৬২১]

প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম পালন করার মাহাত্ম্য

'আবদুল্ল-হ ইব্‌নু 'আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সব সময় সওম

www.waytojannah.com

পালন কর এবং রাতভর সলাত আদায় করে থাক? আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন : তুমি এরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যে সারা বছর সওম পালন করে সে যেন সওম পালন করে না। মাসে তিন দিন করে সওম পালন করা সারা বছর সওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন : তাহলে তুমি দাউদী সওম পালন কর, তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৯৭৯, আ.প্র. ১৮৪০, ই.ফা. ১৮৫২)

সোম ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল 'আমাল (আল্ল-হর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার সিয়াম পালন করা অবস্থায় আমার 'আমাল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক।" (তিরমিযী, সহীহ তারগীব হাঃ ১০৭২)

সাধারণ সিয়াম পালন করার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : আল্ল-হ তা'আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদাম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। যাঁর কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্ল-হর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফত্বার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ১৯০৪, আ.প্র. ১৭৬৯, ই.ফা. ১৭৮০)

www.waytojannah.com

হাজ্জ অধ্যায়

হাজ্জ ও 'উমরার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্ল-হর উদ্দেশে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত রইল, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৫২১, আ.প্র. ১৪২২, ই.ফা. ১৪২৮)

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্ল-হর রসূল! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম 'আমাল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন : না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল, হাজ্জে মাবরূর। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৫২০, আ.প্র. ১৪২১, ই.ফা. ১৪২৭)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : এক 'উমরাহ'র পর আর এক 'উমরাহ্ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফ্ফারাহ্। আর জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৭৭৩, আ.প্র. ১৬৪৭. ই.ফা. ১৬৫৫)

রমাযানে 'উমরাহ্ করার গুরুত্ব

মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম ইবনু মায়মূন (রহিমাহুল্লাহ) ..... ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আনসারী মহিলাকে বললেন যার নাম ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি তার নাম ভুলে গেছি- আমাদের সাথে হাজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দু'টি উট আছে। আমার ছেলের বাপ (স্বামী) ও তার ছেলে এর একটিতে চড়ে হাজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য রেখে যান পানি বহনের উদ্দেশে। তিনি বললেন, রমাযান মাস এলে তুমি 'উমরাহ্ কর। কারণ এ মাসের 'উমরাহ একটা হাজ্জের সমান।

[সহীহুল বুখারী তাও. ১৮৬৩, আ.প্র. ১৭২৮, ই.ফা. ১৭৩৮; সহীহ মুসলিম লাই. ২৯২৮-(২২১/১২৫৬), ই.ফা. ২৯০৪, ই.সে. ২৯০৩]

www.waytojannah.com

'আরাফাতে অবস্থানের গুরুত্ব

হারূন ইবনু সা'ঈদ আল আয়লী (রহিমাহুল্লাহ) ..... সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন : আরাফাত দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নেই- যে দিন আল্ল-হ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। আল্ল-হ তা'আলা নিকটবর্তী হন অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে মালায়িকাহ্র সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন : তারা কী উদ্দেশে সমবেত হয়েছে (বা তারা কী চায়, আমি তাদেরকে তাই দিব)? [সহীহ মুসলিম লাই. ৩১৭৯-(৪৩৬/১৩৪৮), ই.ফা. ৩১৫৪, ই.সে. ৩১৫১]

যুলহিজ্জার প্রথম ১০ দিনের মাহাত্ম্য

ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমালের চেয়ে অন্য কোন দিনের 'আমালই উত্তম নয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? নাবী (ﷺ) বললেন : জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না। (সহীহুল বুখারী তাও. ৯৬৯, আ.প্র. ৯১৩, ই.ফা. ৯১৮)

যাকাত অধ্যায়

যাকাত প্রদানের মাহাত্ম্য

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্ল-হ ইবনু নুমায়র (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, কোন এক সফরে এক বিদুঈন রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর সম্মুখে এসে তাঁর উটনীর লাগাম ধরে ফেললো। এ সময় তিনি সফরে ছিলেন। সে বললো, হে আল্ল-হর রসূল! অথবা হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আমাকে এমন কিছু কাজের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে এবং আগুন (জাহান্নাম) থেকে

দূরে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী (ﷺ) থেমে গেলেন। তিনি সহাবীগণের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চয়ই তাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে, অথবা তিনি বললেন : তাকে হিদায়াত দান করা হয়েছে। তিনি বললেন : তুমি কি বলেছিলে? রাবী বলেন, লোকটি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। নাবী (ﷺ) বললেন, আল্ল-হর 'ইবাদাত করো, তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন করো না, সলাত কায়িম কর, যাকাত আদায় কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, এবার উটনীটি ছেড়ে দাও।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১২-(১২/১৩), ই.ফা. ১২, ই.সে. ১২]

যাকাতদাতার মর্যাদা

রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : ন্যায় নিষ্ঠার সাথে যাকাতদানকারী কর্মী আল্ল-হর রাস্তায় জিহাদকারী গাজীর ন্যায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ১৬৯৩/১৪)

দান অধ্যায়

দানের ফাযীলাত

আবূ বাক্র ইবনু আবূ শাইবাহ্ ও যুহায়র ইবনু হার্ব (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক লোক কোন এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সাথে সাথে ঐ মেঘখণ্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক প্রস্তরময় ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুগমন করে চলল। চলার পথে সে এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল যিনি কোদাল দিয়ে পানি বাগানে সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ দেখে সে তাকে বলল, হে আল্ল-হর বান্দা! তোমার নাম

কি? সে বলল, আমার নাম অমুক, যা তিনি মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্ল-হর বান্দা! তুমি আমার নাম জানতে চাইলে কেন? উত্তরে সে বলল, যে মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। এরপর বলল, তুমি এ বাগানের ব্যাপারে কি করো? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক তৃতীয়াংশ সদাক্বাহ্ করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পবিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি। 'আদী ইব্নু হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সদাক্বাহ্ করে হলেও।

(সহীহুল বুখারী তাও. ১৪১৭, আ.প্র. ১৩২৫, ই.ফা. ১৩৩১)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্ল-হর পথে কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের পর্যবেক্ষকগণ আহ্বান করতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আসো! তখন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এমন ব্যক্তি তো সেই যার কোন ধ্বংস নেই। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৩২১৬, আ.প্র. ২৯৭৬, ই.ফা. ২৯৮৬)

গোপনে দান করার গুরুত্ব

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, যে দিন আল্ল-হর (রহমাতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্ল-হ তা'আলা তাঁর নিজের ('আর্শের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্ল-হর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্ল-হর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্ল-হর জন্য, ৫. সে

www.waytojannah.com

ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্ল-হকে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্ল-হর যিক্‌র করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৬০, আ.প্র. ৬২০, ই.ফা. ৬২৭)

সদাক্বাহ্ করার ফাযীলাত

ইবনু নুমায়র (রহিমাহুল্লাহ) ..... জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে কোন মুসলিম ফলজ বৃক্ষ রোপন করবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্যে দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খেয়ে নেয় তাও দান স্বরূপ। পাখী যা খেয়ে নেয় তাও দান স্বরূপ। আর কেউ কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্যে দান স্বরূপ। [সহীহ মুসলিম লাই. ৩৮৬০-(৭/১৫৫২), ই.ফা. ৩৮২৪, ই.সে. ৩৮২৩]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সদাক্বাহ্ রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেয়া সদাক্বাহ্। উত্তম কথা বলা ও সলাতের উদ্দেশে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সদাক্বাহ্ এবং রাস্তা বলে দেয়া সদাক্বাহ্।'

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৮৯১, আ.প্র. ২৬৭৮, ই.ফা. ২৬৮৯)

আল্ল-হর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয়ের ফাযীলাত

রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুক্ত দাস আবূ 'আবদুল্ল-হ অথবা আবূ 'আবদুর রহমান সাওবান ইবনু বুজদুদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন লোকের ব্যয়কৃত দীনারগুলোর মাঝে সর্বোত্তম দীনার হলো : সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য যেটা খরচ

www.waytojannah.com

করে, যে দীনারটি আল্ল-হর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে পোষা ঘোড়ার জন্য ব্যয় করে এবং আল্ল-হর রাস্তায় নিজের সাথীদের জন্য যে দীনারটি ব্যয় করে। (মুসলিম হাঃ ৯৫৪)

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন : আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যাই ব্যয় করবে তার প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবারটি তুলে দাও তারও। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬, আ.প্র. ৫৪, ই.ফা. ৫৪)

আবূ মাস'ঊদ আল বাদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : সাওয়াব লাভের আশায় কোন ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে তার জন্য তা সদাক্বাহ্ (স্বরূপ)।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৫, আ.প্র. ৫৩, ই.ফা. ৫৩)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : বান্দাহ্ প্রতিদিন সকালে উপনীত হলেই আসমান হতে দু'জন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা) অবতরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, হে আল্ল-হ! (তোমার পথে) ব্যয়কারীকে তার প্রতিদান দাও। অন্যজন বলেন, হে আল্ল-হ! (সম্পদ আটকারী) কার্পণ্যকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত কর। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৪৪২, আ.প্র. ১৩৪৯, ই.ফা. ১৩৫৫)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মহান আল্ল-হ তা'আলা বলেন, "হে 'আদাম সন্তান! ব্যয় কর, তাহলে তোমার জন্য ব্যয় করা হবে।"

(সহীহুল বুখারী তাও. ৪৬৮৪, আ.প্র. ৪৩২৩, ই.ফা. ৪৩২৪)

www.waytojannah.com

জিহাদ ও শাহীদ অধ্যায়

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক 'আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে) তোমরা আল্ল-হ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্ল-হর পথে জিহাদ কর; এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে! (তোমরা যদি আল্ল-হর সন্ধান দেয়া ব্যবসা কর তাহলে) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটাই বিরাট সাফল্য। (৬১. সূরাহ্ আস্-সাফ্, ১০-১২)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্ল-হর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (অতঃপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে 'ইবাদাত করবে এবং আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। লোকটি বলল, এটা কে পারবে? আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, 'মুজাহিদের ঘোড়া রশির দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা হয়।' (সহীহুল বুখারী তাও. ২৭৮৫, আ.প্র. ২৫৭৯, ই.ফা. ২৫৯১)

www.waytojannah.com

যায়দ ইব্নু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্ল-হর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্ল-হর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন জিহাদ করল। (সহীহুল বুখারী তাও. ২৮৪৩, আ.প্র. ২৬৩৩, ই.ফা. ২৬৪৩)

সাহ্ল ইব্নু সা'দ সা'ইদী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আল্ল-হর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া দুন্ইয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমিত জায়গা দুন্ইয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। আল্ল-হর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুন্ইয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চেয়ে উত্তম।'

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৮৯২, আ.প্র. ২৬৭৯, ই.ফা. ২৬৯০)

আল্ল-হর পথে (জিহাদে) বের হওয়ার ফাযীলাত

'আবদুল্ল-হ ইবনু মাসলামাহ্ ইবনু কা'নাব (রাঃ) ..... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হর পথে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুন্ইয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৭৬৭-(১১২/১৮৮০), ই.ফা. ৪৭২০, ই.সে. ৪৭২১]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আল্ল-হর রাস্তায় মুসলিমদের যে যখম হয়, ক্বিয়ামাতের দিন তার প্রতিটি যখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই থাকবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মত। (সহীহুল বুখারী তাও. ২৩৭,আ.প্র. ২৩১, ই.ফা. ২৩৭)

আল্ল-হর পথে শাহীদ হওয়ার ফাযীলাত

শায়বান ইবনু ফার্রূখ (রাঃ) ..... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের

আকাঙ্ক্ষা করে আল্ল-হ তাকে তা (অর্থাৎ, তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন যদিও সে শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৮২৩-(১৫৬/১৯০৮), ই.ফা. ৪৭৭৬, ই.সে. ৪৭৭৭]

যুহায়র ইবনু হার্ব (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্ল-হ তা'আলা সে ব্যক্তির দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন যে ব্যক্তি তাঁরই রাস্তায় বের হয়। আমারই রাস্তায় জিহাদ, আমার প্রতি ঈমান এবং আমার রসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে তখন আমারই যিম্মায় বর্তায় যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো নতুবা সে তার যে বাসস্থান থেকে বেরিয়েছিল, তার প্রাপ্য সাওয়াব গনীমাতসহ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবো। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্ল-হ তা'আলার পথে যে ব্যক্তি যে পরিমাণই যখম হয় না কেন, ক্বিয়ামাতের দিন সে ঠিক যখম অবস্থায়ই আসবে; তার বর্ণ হবে রক্ত বর্ণ আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কখনো আল্ল-হর রাস্তায় জিহাদের অভিযানে লিপ্ত দলে যোগদান না করে ঘরে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমার কাছে এমন সামর্থ্য নেই যে, যারা আল্ল-হর পথে জিহাদ করেন তাঁদের সকলকে বাহন দান করবো, আর তাঁদের নিজেদেরও সে সঙ্গতি নেই (যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়ে বের হবে)। আর তাদের জন্যে এটা খুবই কষ্টকর হবে যে, (আমি যুদ্ধে বেরোবার পর আমার সঙ্গে না গিয়ে) তারা পিছনে পড়ে থাকবে। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমার একান্ত ইচ্ছা হয় আল্ল-হর রাস্তায় জিহাদ করি আর তাতে শাহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করি, আবারও শাহীদ হই, আবারও জিহাদ করি, আবারও শাহীদ হই।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৭৫৩-(১০৩/১৮৭৬), ই.ফা. ৪৭০৬, ই.সে. ৪৭০৭]

আনাস ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ দুন্ইয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুন্ইয়ার সকল জিনিস তাকে দেয়া হয়। একমাত্র শাহীদ

www.waytojannah.com

ব্যতীত; সে দুন্ইয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শাহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৮১৭, আ.প্র. ২৬০৭, ই.ফা. ২৬১৯)

আল্ল-হর রাস্তায় প্রতিরক্ষা-কার্যের মাহাত্ম্য

'আবদুল্ল-হ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু বাহ্রাম আদ্ দারিমী (রহিমাহুল্লাহ) ..... সালমান (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, একটি দিবস ও একটি রাতের সীমান্ত প্রহরা একমাস সিয়াম পালন এবং 'ইবাদাতে রাত জাগার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ 'আমালের সাওয়াব জারী থাকবে যে 'আমাল সে করত এবং তার (শাহীদসুলভ) রিয্ক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফিৎনাসমূহ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(সহীহ মুসলিম লাই. ৪৮৩২-(১৬৩/১৯১৩), ই.ফা. ৪৭৮৫, ই.সে. ৪৭৮৬)

আল্ল-হর রাস্তায় ধূলোর মাহাত্ম্য

আবায়া ইব্নু রিফা'আহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুমু'আহ্র সলাতে যাবার কালে আবূ আব্স্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আমি আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, যার দু'পা আল্ল-হর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্ল-হ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ৯০৭, আ.প্র. ৮৫৪, ই.ফা. ৮৬১)

www.waytojannah.com

ntents

কুরআন অধ্যায়

কুরআন পাঠ ও আল্ল-হর স্মরণের জন্য একত্রিত হওয়ার মর্যাদা

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বাশ্‌শার (রহিমাহুল্লাহ) ..... আগার আবূ মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবূ হুরায়রাহ্ ও আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) তারা উভয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : কোন জাতি আল্ল-হ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার যিক্‌র করতে বসলে একদল মালাক তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং রহ্‌মাত তাদেরকে ঢেকে নেয়। আর তাদের উপর শান্তি নাযিল হয় এবং আল্ল-হ তা'আলা তাঁর নিকটস্থ মালাকগণের মধ্যে তাদের আলোচনা করেন।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৭৪৮–(৩৯/২৭০০), ই.ফা. ৬৬১০, ই.সে. ৬৬৬৩]

কুরআন তিলাওয়াতের ফাযীলাত

কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনু 'উবায়দ আল-গুবারী (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐসব মালাকগণের সাথে থাকবে যারা আল্ল-হর অনুগত, মর্যাদাবান এবং লেখক। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তার জন্য কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার পড়ে সে ব্যক্তির জন্য দু'টি পুরস্কার নির্দিষ্ট আছে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৭৪৬-(২৪৪/৭৯৮), ই.ফা. ১৭৩২, ই.সে. ১৭৩৯]

হারূন ইবনু মা'রূফ এবং আবুত্ ত্বহির ও হারমালাহ (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : কেউ তার (রাতের বেলার) অযীফাহ্ বা করণীয় কাজ কিংবা তার কিছু অংশ করতে ভুলে গেলে তা যদি সে ফাজ্‌র ও যুহরের সলাতের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে আদায় করে নেয় তাহলে তা এমনভাবে তার জন্য লিখে নেয়া হবে যেন সে তা রাতের বেলায়ই সম্পন্ন করেছে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৬৩০-(১৪২/৭৪৭), ই.ফা. ১৬১৫, ই.সে. ১৬১২]

www.waytojannah.com

হাসান ইবনু হুলওয়ানী (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ উসামাহ্ আল বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ ক্বিয়ামাতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা'আতকারী হিসাবে আসবে। তোমরা দু'টি উজ্জ্বল সূরাহ্, অর্থাৎ সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ এবং সূরাহ্ আলি-'ইমরান পড়। ক্বিয়ামাতের দিন এ দু'টি সূরাহ্ এমনভাবে আসবে যেন তা দু' খণ্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়াদানকারী অথবা দু' ঝাঁক উড়ন্ত পাখি যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা সূরাহ্ বাক্বারহ্ পাঠ কর। এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বারাকাতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীগণ এর মোকাবেলা করতে পারে না। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ মু'আবিয়াহ্ বলেছেন- আমি জানতে পেরেছি যে, বাতিলের অনুসারী বলে যাদুকরদের কথা বলা হয়েছে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৭৫৮-(২৫২/৮০৪), ই.ফা. ১৭৪৪, ই.সে. ১৭৫১]

'উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫০২৭, আ.প্র. ৪৬৫৩, ই.ফা. ৪৬৫৭)

ইসহাক্ব ইবনু মানসূর (রহিমাহুল্লাহ) ..... নাওওয়াস ইবনু সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা 'আমাল করত তাদেরকে আনা হবে। সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ও সূরাহ্ 'আলি 'ইমরান অগ্রভাগে থাকবে। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরাহ্ দু'টি সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন যা আমি কখনো ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন : এ সূরাহ্ দু'টি দু' খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের আকারে অথবা দু'টি কালো চাদরের মত ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে যার মধ্যখানে আলোর ঝলকানি অথবা সারিবদ্ধ দু' ঝাঁক পাখীর আকারে আসবে এবং পাঠকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৭৬০-(২৫৩/৮০৫), ই.ফা. ১৭৪৬, ই.সে. ১৭৫৩]

www.waytojannah.com

কুরআনের হাফিয

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফিয পাঠক লিপিকার সম্মানিত মালাকের মতো। খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। (সহীহুল বুখারী তাও. ৪৯৩৭, আ.প্র. ৪৫৬৮, ই.ফা. ৪৫৭৩)

জাবির ইব্নু 'আবদুল্ল-হ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের শাহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (ক্ববরে) একত্র করতেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত? দু' জনের মধ্যে একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তাঁকে ক্ববরে পূর্বে রাখতেন এবং বললেন, আমি ক্বিয়ামাতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায় তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাঁদের গোসল দেয়া হয়নি এবং তাঁদের (জানাযার) সলাতও আদায় করা হয়নি। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৩৪৩, আ.প্র. ১২৫৫, ই.ফা. ১২৬২)

সূরাহ্ কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করার ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিত্নাহ্ থেকে নিরাপদ থাকবে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৭৬৮-(২৫৭/৮০৯), ই.ফা. ১৭৫৩, ই.সে. ১৭৬০]

আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা ও পাঠের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে রমাযানের যাকাত (সদাক্বাতুল ফিত্রের) হিফাযাতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অতঃপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের আঁজলা ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল

এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্ল-হর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন হিফাযতকারী থাকবে এবং সকাল হওয়া অবধি তোমার নিকট শাইত্বন আসতে পারবে না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাচারী এবং শাইত্বন ছিল। (সহীহুল বুখারী তাও. ৩২৭৫, আ.প্র. ৩০৩৩, ই.ফা. ৩০৪২ শেষাংশ)

আবূ বাক্র ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ..... উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) একদিন আবুল মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আবুল মুনযির! আল্ল-হর কিতাবের কোন্ আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? আবুল মুনযির বলেন, জবাবে আমি বললাম : এ বিষয়ে আল্ল-হ ও আল্ল-হর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি (ﷺ) আবার বললেন : হে আবুল মুনযির! আল্ল-হর কিতাবের কোন্ আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? তখন আমি বললাম, ﴿اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ (এ আয়াতটি আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ)। এ কথা শুনে তিনি আমার বুকের উপর হাত মেরে বললেন : হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞানকে স্বাগতম।

[সহীহ মুসলিম লাই. ১৭৭০-(২৫৮/৮১০), ই.ফা. ১৭৫৫, ই.সে. ১৭৬২]

সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদা রসূলুল্ল-হ (ﷺ) উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে ডাকলেন : হে উবাই! উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন সলাত আদায় করছিলেন। তিনি তাঁর দিকে তাকালেন কিন্তু জবাব দিলেন না। তিনি সংক্ষেপে সলাত শেষ করে রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আস্সালামু 'আলাইকা ইয়া রসূলাল্ল-হ! রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন : ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম। হে উবাই! আমি তোমাকে ডাকলে কিসে তোমাকে জবাব দিতে বাধা দিল? তিনি বললেন, হে আল্ল-হর রসূল! আমি তো সলাতে ছিলাম। তিনি

(ﷺ) বললেন : আল্ল-হ আমার কাছে ওয়াহী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তুমি কি এ নির্দেশ পাওনি : "রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্ল-হ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিবে- (৮. সূরাহ্ আল আনফাল, ২৪)।" তিনি বলেন, হ্যাঁ। আর কোন দিন এরূপ করব না ইন্শা-আল্ল-হ। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন, তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরাহ্ শিখিয়ে দেই যার মতো সূরাহ্ তাওরাত, ইন্জীল, যাবূর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ হয়নি? তিনি বলন, হ্যাঁ, হে আল্ল-হর রসূল! রসূলুল্ল-হ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : তুমি সলাতে কি পাঠ কর? উবাই (رضي الله عنه) বলেন, উম্মুল-কুরআন (সূরাহ্ ফাতিহাহ্) পাঠ করি। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন : সে সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরাহ্ ফাতিহার মতো মর্যাদা সম্পন্ন কোন সূরাহ্ তাওরাত, ইন্জীল, যাবূর এমনকি কুরআনেও নাযিল করা হয়নি। এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরাহ্ এবং পবিত্র কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (সহীহুল বুখারী হাঃ ৪১১৪, ৪৩৩৪, ৪৬২২)

আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, মহান আল্ল-হ বলেন : "আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সলাতকে (অর্থাৎ সূরাহ্ ফাতিহাকে) ভাগ করে নিয়েছি।" তোমরা সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ কর। বান্দা যখন বলে, "আল্ হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন"- তখন আল্ল-হ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "আর্ রহমা-নির রহীম"- তখন আল্ল-হ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করছে। বান্দা যখন বলে- "মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন"- তখন আল্ল-হ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন"- তখন আল্ল-হ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তা-ই তাকে দেয়া হবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, "ইহ্দিনাস সিরা-ত্বাল মুস্তাকীম, সীরা-তাল্লাযীনা আন্'আম্তা 'আলাইহিম, গইরিল

মাগফূবি 'আলাইহিম ওয়ায্‌যোলীন"- তখন আল্ল-হ বলেন, এর সবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তা-ই দেয়া হবে। (সহীহ মুসলিম হাঃ ৯০৪)

সূরাহ্ ইখলাস পাঠের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : জেনে রাখ, সূরাহ্ ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। (সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৬২৭, ৪৬২৮, ৬১৫২)

সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ শেষ ২ আয়াত পাঠের ফাযীলাত

আবূ মাস'ঊদ আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ্ বাক্বারর শেষ দু' আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

(সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৬২৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৯১৪)

পারিবারিক অধ্যায়

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত

ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্ল-হ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনজন লোক হেঁটে চলছিল। তাদের ওপর বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় পাহাড় হতে একটি পাথর তাদের গুহার মুখের ওপর গড়িয়ে পড়ে এবং মুখ বন্ধ করে ফেলে। তাদের একজন অন্যদের বলল : তোমরা তোমাদের কৃত 'আমালের প্রতি লক্ষ্য করো যে নেক 'আমাল তোমরা আল্ল-হর জন্য করেছ; তার ওয়াসীলায় আল্ল-হর নিকট দু'আ করো। হয়তো তিনি এটি হটিয়ে দেবেন।

তখন তাদের একজন বলল : হে আল্ল-হ! আমার বয়োবৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিল এবং ছোট ছোট শিশু ছিল। আমি তাদের (জীবিকার) জন্যে মাঠে পশু চরাতাম। যখন সন্ধ্যায় ফিরতাম, তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগেই পিতা-মাতাকে পান করতে দিতাম। একদিন পশুগুলো দূরে বনের মধ্যে চলে যায়। ফলে আমার ফিরে আসতে দেরী হয়ে যায়। ফিরে দেখলাম তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যেমন দুধ দোহন করতাম, তেমনি দোহন করলাম। তারপর দুধ নিয়ে এলাম এবং উভয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘুম থেকে তাদের উভয়কে জাগানো ভাল মনে করলাম না। আর তাদের আগে শিশুদের পান করানোও অপছন্দ করলাম। তাদের ও আমার মাঝে এ অবস্থা চলতে থাকে। শেষে ভোর হয়ে গেল। (হে আল্ল-হ) আপনি জানেন যে, আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই এ কাজ করেছি। তাই আপনি আমাদের জন্য একটু ফাঁক করে দিন, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্ল-হ তাদের জন্যে একটু ফাঁক করে দিলেন, যাতে তারা আকাশ দেখতে পায়। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৯৭৪, আ.প্র. ৫৫৪১, ই.ফা. ৫৪৩৬)

www.waytojannah.com

শাইবান ইবনু ফার্‌রূখ (রহ.) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, আবার সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তির, হে আল্ল-হর রসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪০৪–(৯/২৫৫১), ই.ফা. ৬২৭৯, ই.সে.৬৩২৮]

সন্তান-সন্তানাদি লালন-পালনের ফাযীলাত

'আবদুল্ল-হ ইব্‌নু ইয়াযীদ বাদ্‌রী সহাবী আবূ মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, স্বীয় আহ্‌লের (পরিবার পরিজনের) জন্য ব্যয় করাও সদাক্বাহ্।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৪০০৬, আ.প্র. ৩৭০৯, ই.ফা. ৩৭১৩)

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্ল-হ্‌র রসূল! আবূ সালামার সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেন, হ্যাঁ! তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তাতে তোমার সাওয়াব আছে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৩৬৯, আ.প্র. ৪৯৬৯, ই.ফা. ৪৮৬৫)

আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারীর ফাযীলাত

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিয্‌ক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৯৮৬,আ.প্র. ৫৫৫১, ই.ফা. ৫৪৪৭)

www.waytojannah.com

ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখার ফাযীলাত

আবূ তাহির ও 'আম্র ইবনু সাওওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ..... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের 'আমাল (সপ্তাহে দু'বার) সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্ল-হর দরবারে) উপস্থাপন করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই-এর সাথে তার দুশমনি রয়েছে। তখন বলা হবে, এ দু'জনকে বর্জন করো অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা মীমাংসার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৪১-(.../...), ই.ফা. ৬৩১৪, ই.সে. ৬৩৬৪]

পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয়ের ফাযীলাত

আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে? তিনি বললেন, (হাঁ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সাওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হয়।[৭]

(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৩৫১, আ.প্র. ৪৯৫১, ই.ফা. ৪৮৪৭)

ওয়াসিয়্যাতের ফাযীলাত

সা'দ ইব্নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বিদায় হাজ্জের বছর আমি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি হই তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে

---

[৭] ধনী দানশীল ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন আল্ল-হর রাস্তায় দান করে অনেক সাওয়াব হাসিল করেন। কিন্তু একজন গরীব মুসলিম যিনি নিজের পরিবারের ভরণ পোষণে ব্যস্ত থাকেন তিনি কীভাবে দানের সাওয়াব পাবেন? আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন লোকের জন্য সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা তাদের নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণের সময় যদি এ নিয়ত রাখে যে, তারা আল্ল-হর দেয়া খাদ্য খাবে আর তাঁরই 'ইবাদাত করে তাঁরই বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করবে আর তাদের এ খরচের জন্য আল্ল-হর নিকট সাওয়াব লাভের আশা করবে, তাহলে তারা তাদের এ ব্যয়ের জন্য আল্ল-হর নিকট হতে দান-খায়রাত করার সাওয়াব হাসিল করবে।

www.waytojannah.com

ntents

দেখতে আসেন। তখন আমি বললাম, হে আল্ল-হর রসূল! আমার রোগ কি পর্যায় পৌঁছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী। আমার ওয়ারিস হচ্ছে একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পদের দু'-তৃতীয়াংশ আল্ল-হর রাস্তায় সদাক্বাহ্ করে দিব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, হে সা'দ! এক তৃতীয়াংশ দান কর এবং এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশি। তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদেরকে সম্পদশালী রেখে যাও তা-ই উত্তম, এর চেয়ে তুমি তাদেরকে নিঃস্ব রেখে গেলে যে তারা অন্যের নিকট ভিক্ষা করে। আহ্মাদ ইব্নু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ).....ইব্রাহীম (রহিমাহুল্লাহ) হতে এ কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন। তুমি তোমার ওয়ারিসদের সম্পদশালী রেখে যাবে আর তুমি আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, আল্ল-হ তার প্রতিদান তোমাকে দেবেন। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিবে এর প্রতিদানও আল্ল-হ তোমাকে দেবে। আমি বললাম, হে আল্ল-হর রসূল! আমি কি আমার সাথী সঙ্গীদের হতে পশ্চাতে থাকব? তিনি বললেন, তুমি কখনো পিছে পড়ে থাকবে না আর এ অবস্থায় আল্ল-হর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তুমি যে কোন নেক 'আমাল করবে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি হবে। সম্ভবতঃ তুমি বয়স বেশি পাবে এবং এর ফলে তোমার দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্ল-হ! আমার সহাবীগণ হিজরাতকে অটুট রাখুন। তাদেরকে পশ্চাৎমুখী করে ফিরিয়ে নিবেন না। কিন্তু অভাবগ্রস্ত সা'দ ইব্নু খাওলাহর মাক্কায় মৃত্যুর কারণে রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৩৯৩৬, আ.প্র. ৩৬৪৬, ই.ফা. ৩৬৪৯)

মেহমানদারীর ফাযীলাত

যুহায়র ইবনু হার্ব (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন. এক লোক রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, আমি চরম অনাহারে ভুগছি। তিনি তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর নিকট লোক

www.waytojannah.com

প্রেরণ করলে তিনি বললেন, যে স্রষ্টা আপনাকে সঠিক দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছু নেই। তিনি অপর এক স্ত্রীর নিকট লোক প্রেরণ করলে তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সবাই একই কথা বললেন যে, সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পানি ব্যতীত আর কিছু নেই। তখন তিনি বললেন, আজ রাত্রে লোকটির কে অতিথিপরায়ণ হবে? আল্ল-হ তার উপর দয়া করুন! তখন এক আন্‌সারী লোক উঠে বলল, হে আল্ল-হর রসূল! আমি। অতঃপর লোকটিকে নিয়ে আনসারী নিজ বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর সহধর্মিণীকে বললেন, তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলল, না। তবে সন্তানদের জন্য অল্প কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কিছু একটা দিয়ে ব্যস্ত রাখো। আর যখন অতিথি ঘরে ঢুকবে, তখন তুমি আলোটা নিভিয়ে দেবে। আর তাকে বুঝাবো যে, আমরাও খাবার খাচ্ছি। সে (মেহমান) যখন খাওয়া আরম্ভ করবে তখন তুমি আলোর পাশে যেয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে। রাবী বলেন, অতঃপর তারা বসে থাকলেন এবং অতিথি খেতে শুরু করলো। সকালে তিনি (আনসারী) নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলে, তিনি বললেন : আজ রাত্রে অতিথির সঙ্গে তোমাদের উভয়ের ব্যবহারে আল্ল-হ খুশী হয়েছেন।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৫২৫৪-(১৭২/২০৫৪), ই.ফা. ৫১৮৬, ই.সে. ৫১৯৮]

দু'আ-দুরূদ, যিক্‌র ও তাসবীহ্ অধ্যায়

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর একদল মালায়িকা আছেন, যাঁরা আল্ল-হর যিক্‌রে রত লোকেদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্ল-হর যিক্‌রে রত লোকেদের দেখতে পান, তখন মালাকগণ পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সে লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও মালাকগণ চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার 'ইবাদাত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্ল-হ বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবে, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? মালাকগণ বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো বেশি চাইত এবং এর জন্য আরো বেশি বেশি আকৃষ্ট হত।। আল্ল-হ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কী থেকে আল্ল-হর আশ্রয় চায়? মালাকগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবে, আল্ল-হর কসম! হে আমাদের

www.waytojannah.com

প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাথেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অত্যন্ত বেশি ভয় করত। তখন আল্ল-হ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্ল-হ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারী যাদের মাজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪০৮, আ.প্র. ৫৯৬০, ই.ফা. ৫৮৫৩)

দু'আর ফাযীলাত

'আলী ইবনু 'আবদুল্ল-হ (রহঃ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন ক্বারী 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কারণ এ সময় মালায়িকাহ্ 'আমীন' বলে থাকেন। সুতরাং যার 'আমীন' বলা মালায়িকার 'আমীন' বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বের সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪০২, আ.প্র. ৫৯৫৪, ই.ফা. ৫৮৪৭)

ঐ দু'আকারীকে খালী হাতে ফিরাতে আল্ল-হ্ লজ্জা পান

সালমান আল-ফারসী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্ল-হ তা'আলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দরবারে তার দু' হাত তুলে (প্রার্থনা করে) তখন তিনি তার দু' হাত শূন্য ও বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী হাঃ ৩৪৮৭)

ঐ সকল দু'আই আল্ল-হ্ ক্ববূল করেন

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে কোন লোক আল্ল-হর কাছে দু'আ করলে তার দু'আ ক্ববূল হয়। হয় সে তড়িৎ দুন্ইয়াতেই তার ফল পেয়ে যায় অথবা তার আখিরাতের পাথেয় হিসেবে সঞ্চিত রাখা হয় অথবা তার দু'আর সমপরিমাণ তার গুনাহ বিলুপ্ত করা হয়, যাবৎ না সে পাপ কাজের কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে অথবা দু'আ ক্ববূলের জন্য

তড়িঘড়ি করে। সহাবীগণ বলেন, হে আল্ল-হর রসূল! তড়িঘড়ি করে কীভাবে? তিনি বলেন : সে বলে, আমি আমার রবের কাছে দু'আ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার দু'আ ক্ববূল করেননি। (তিরমিযী হাঃ ৩৫৩৭)

তাওবাহ্‌র ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মহা-মহিমাময় আল্ল-হ তা'আলা বলেন : "আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আমি আছি (অর্থাৎ আমার সম্পর্কে যে যেমন ধারণা রাখে, তার সাথে আমিও সে রকম ব্যবহার করি)। সে আমাকে যেখানেই মনে করে, সেখানেই আমি তার সাথে আছি।" আল্ল-হর শপথ! বৃক্ষ-লতাহীন মরু প্রান্তরে তোমাদের মধ্যে কেউ তার হারানো জিনিস পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়, তার বান্দার তাওবায় আল্ল-হ এর চাইতেও অধিক আনন্দিত হন। (আল্ল-হ আরো বলেন) আমার কাছে আসতে যে লোক এক বিঘত অগ্রসর হয়, তারদিকে আমি এক হাত এগিয়ে যাই, আর যে লোক আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, তারদিকে আমি একগজ অগ্রসর হই। যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে, তার দিকে আমি দৌড়ে এগিয়ে যাই। (বুখারী হাঃ ৭৪০৫; মুসলিম হাঃ ২৬৭৫, ২৭৪৭/৭)

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ أُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا﴾

"নিশ্চয়ই যারা (অজ্ঞতাবশতঃ) মন্দ কাজ করে বসে, তৎপর অবিলম্বে তাওবাহ্ করে, এরাই তারা যাদের তাওবাহ্ আল্ল-হ কবূল করেন। আল্ল-হ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী। এমন লোকদের তাওবাহ্ নিস্ফল যারা গুনাহ করতেই থাকে, অতঃপর মৃত্যুর মুখোমুখি হলে বলে, আমি এখন তাওবাহ্ করছি এবং (তাওবাহ্) তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।" (৪. সূরাহ্ আন্-নিসা, ১৭-১৮)

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ﴾

"মু'মিনগণ! তোমরা আল্ল-হ তা'আলার কাছে তাওবাহ্ কর- আন্তরিক তাওবাহ্। আশা করা যায়, তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের পালনকর্তা মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রেরণ করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।" (৬৬. সূরাহ্ আত্ তাহ্রীম, ৮)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্ল-হ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে সে লোকটির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৩০৯, আ.প্র. ৫৮৬৪, ই.ফা. ৫৭৫৭)

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : হে আল্ল-হ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্যমত কায়িম রয়েছি। আমার কৃতকর্মের অকল্যাণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি তোমার নিকট স্বীকার করছি। আমার পাপের কথাও তোমার নিকট স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, পাপরাশি তুমি ছাড়া আর কেউ মাফ করতে পারে না।

যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি প্রভাতকালে এর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি ঐদিনে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহুল বুখারী তাও. ৬৩০৬, আ.প্র. ৫৮৬১, ই.ফা. ৫৭৫৪)

www.waytojannah.com

শয্যা গ্রহণের সময় কতিপয় যিক্‌র ও দু'আর মাহাত্ম্য

'উসমান ইবনু আবূ শায়বাহ্ ও ইসহাক্ব ইবনু ইব্‌রাহীম (রহিমাহুল্লাহ) ..... বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যখন তুমি তোমার বিছানা গ্রহণ করবে তখন সলাতের ওযূর মতো তুমি ওযূ করে নিবে। এরপর তুমি তোমার ডান কাতে শুয়ে পড়বে। তারপর তুমি বলবে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

অর্থ : হে আল্ল-হ! আমি আমার চেহারাকে তোমার প্রতি সমর্পণ করলাম, আমার কাজ-কর্ম তোমার নিকট অর্পণ করলাম। আমি প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশায় এবং শাস্তির ভয় পূর্বক তোমার নিকট আশ্রয় চাইলাম। তুমি ব্যতীত নেই কোন আশ্রয়স্থল ও নেই কোন মুক্তির স্থান। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার ওপর বিশ্বাস আনলাম, তুমি যে নাবীকে পাঠিয়েছ তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনলাম।

আর এ বাক্যগুলোকে তোমার শেষ কথা বলে গণ্য করে নাও। এরপর যদি তুমি ঐ রাতে মারা যাও তাহলে তুমি ফিতরাতের উপরই মৃত্যুবরণ করলে। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৭৭৫−(৫৬/২৭১০), ই.ফা. ৬৬৩৪, ই.সে. ৬৬৮৮]

বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নিজ বিছানায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, তখন তিনি ডান পাশের উপর নিদ্রা যেতেন এবং বলতেন : হে আল্ল-হ! আমি আমার সত্তাকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম এবং আমার চেহারা আপনারই দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আর আমার বিষয় ন্যস্ত করলাম আপনার দিকে আপনার রহমাতের আশায়। রসূলুল্ল-হ

www.waytojannah.com

(ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি শয়নকালে এ দু'আগুলো পড়বে, আর এ রাতেই তার মৃত্যু হবে সে স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপরই মরবে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৩১৫, আ.প্র. ৫৮৭০, ই.ফা. ৫৭৬৩)

'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, ফাতিমাহ (رضي الله عنها) আটা পিষার কষ্টের অভিযোগ করেন। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, আল্ল-হর রসূল (ﷺ)-এর নিকট কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমাহ (رضي الله عنها) আল্ল-হর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর নিকট তা উল্লেখ করেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) এলে 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) তাঁর নিকট বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) আল্ল-হর রসূল (ﷺ) আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দিব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্ল-হু আকবার' তেত্রিশবার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' এবং তেত্রিশবার 'সুব্‌হানাল্লাহ' বলবে, এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।' (সহীহুল বুখারী তাও. ৩১১৩, আ.প্র. ২৮৭৯, ই.ফা. ২৮৯০)

আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) আমাকে রমাযানের যাকাত (সদাকাতুল ফিত্‌রের) হিফাযতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অতঃপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের আঁজলা ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে আল্ল-হর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাব। অতঃপর রাবী হাদীসটি পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করলেন। তাতে তিনি বলেন : (শাইত্বন বলল) যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্ল-হর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন হিফাযতকারী থাকবে এবং সকাল হওয়া অবধি

তোমার নিকট শাইত্বন আসতে পারবে না। তখন নাবী-(ﷺ) বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাচারী এবং শাইত্বন ছিল।
(সহীহুল বুখারী তাও. ৩২৭৫, আ.প্র. ৩০৩৩, ই.ফা. ৩০৪২ শেষাংশ)

আল্ল-হর নাম মুখস্থ করার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
(সহীহুল বুখারী তাও. ২৭৩৬, আ.প্র. ২৫৩৪, ই.ফা. ২৫৪৬)

সকাল-সন্ধ্যায় পঠনীয় যিক্‌রের ফাযীলাত

'আবদুল্ল-হ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আসমা আয্ যুবা'ঈ (রহিমাহুল্ল-হ) ..... আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিঁটের উপর সদাক্বাহ্ ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি তাসবীহ্ অর্থাৎ 'সুবহা-নাল্ল-হ' বলা সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহমীদ অর্থাৎ আল্‌হাম্‌দুলিল্ল-হ বলা তার জন্য সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি 'আল্ল-হু আকবার' তার জন্য এবং 'নাহী আলিন মুন্‌কার' অর্থাৎ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রতিটি প্রয়াসও তার জন্য অনুরূপ সদাক্বাহ্ বলে গণ্য হয়। তবে 'যুহা' বা চাশ্‌তের মাত্র দু' রাক্'আত সলাত যদি সে আদায় করে তাহলে তা এ সবগুলো সমকক্ষ হতে পারে। [সহীহ মুসলিম লাই. ১৫৫৬-(৮৪/৭২০), ই.ফা. ১৫৪১, ই.সে. ১৫৪৮]

আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শায়বাহ্ ও মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্ল-হ ইবনু নুমায়র (রহিমাহুমুল্ল-হ) ..... মুস্'আব ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (সা'দ) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর কাছে (বসা) ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার পুণ্য হাসিল করতে অপারগ হয়ে যাবে? তখন সেখানে বসে থাকাদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার পুণ্য হাসিল

www.waytojannah.com

করবে? তিনি বললেন, সে একশ' তাসবীহ্ (সুবহানাল্ল-হ) পাঠ করলে তার জন্যে এক হাজার পুণ্য লিখিত হবে এবং তার ('আমালনামা) হতে এক হাজার পাপ মুছে দেয়া হবে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৭৪৫-(৩৭/২৬৯৮), ই.ফা. ৬৬০৭, ই.সে. ৬৬৬০]

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল মালিক আল উমাবী (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক সকালে ও সন্ধ্যায় 'সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবি হাম্‌দিহী', অর্থাৎ- 'আল্ল-হ পবিত্র ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই' একশ' বার পড়ে আখিরাতের দিবসে তার তুলনায় উত্তম 'আমাল নিয়ে কেউ আসবে না। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে লোক তার সমান 'আমাল করে অথবা তার তুলনায় বেশি 'আমাল করে। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৭৩৬-(২৯/২৬৯২), ই.ফা. ৬৫৯৯, ই.সে. ৬৬৫১]

শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠতম দু'আ) বান্দার এ বলা :

উক্ত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন্ন ক্বদীর।

অর্থ : আল্ল-হ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই, সমস্ত রাজ্য ও রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- হাঃ ৮৯৯)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে লোক একশ'বার এ দু'আটি পড়বে :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

www.waytojannah.com

"আল্ল-হ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।" তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশ'টি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শাইত্বন হতে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির 'আমাল বেশি পরিমাণ করবে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৩২৯৩, আ.প্র. ৩০৫১, ই.ফা. ৩০৬০)

মাজলিস থেকে উঠার সময় যিক্‌রের (কাফ্‌ফারাতুল মাজলিসের) ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি এমন কোন মাজলিসে বসে, যাতে তার শোর-গোল বেশি হয়ে থাকে, তবে ঐ মাজলিস থেকে উঠার পূর্বে যদি সে (নিম্নের দু'আ) বলে তবে উক্ত মাজলিসে তার স্বকৃত গুনাহ্‌সমূহকে মার্জনা করা হয়।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

অর্থ : হে আল্ল-হ! আমি তোমার সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি তাওবাহ্ (অনুশোচনার সাথে প্রত্যাবর্তন) করছি। (তিরমিযী হাঃ ২৭৩০)

প্রতিদিন ১০০ বার 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' বলার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশ' বার পড়বে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' 'আল্ল-হ

www.waytojannah.com

ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।' সে একশ' গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব লাভ করবে এবং তার জন্য একশ'টি নেকী লেখা হবে, আর তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা অবধি এটা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে অধিক ফাযীলাতপূর্ণ 'আমাল আর কারো হবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি এ 'আমাল তার চেয়েও অধিক করবে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪০৩, আ.প্র. ৫৯৫৫, ই.ফা. ৫৮৪৮)

তিনি বলেন, 'ইতবান ইব্নু মালিক আনসারীকে, অতঃপর বানী সালিমের এক লোককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) সকালে আমার নিকট এলেন এবং বললেন, আল্ল-হ্র সন্তুষ্টি কামনায় যে ব্যক্তি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্' বলবে এবং এ বিশ্বাস সহকারে ক্বিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে, আল্ল-হ্ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।[৮]

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪২৩, আ.প্র. ৫৯৭৪, ই.ফা. ৫৯৮০)

---

[৮] হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূল (ﷺ) তাঁর বাড়ীতে সকালে আগমন করার পরপরই এ কথাটি বলেননি। বরং এতদুভয়ের মাঝে অনেক কাজই হয়েছিল। যেমন, রসূল (ﷺ) তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করেন। সলাত আদায় করেন। তাদের নিকট অপেক্ষা করার আবদার করেন। অবশেষে তারা তাকে পানাহার করান। তিনি মালেক বিন দাখশাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ইত্যাদি। সব শেষে হাদীসে উল্লেখিত কথাটি বলেন। (ফাতহুল বারী)
মাক্কাহ্ নগরীর লোকেরা আল্ল-হকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানলেও তিনিই যে একমাত্র ইলাহ, যাবতীয় 'ইবাদাত বন্দেগী লাভের একমাত্র মা'বূদ (উপাস্য), সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী, আইন দাতা, বুদ্ধিদাতা, বিপদে উদ্ধারকর্তা, একমাত্র হুকুম-বিধান দাতা এটা তারা স্বীকার করত না। তারা নানান দেবদেবীর পূজা করত এবং বিশ্ব পরিচালনায় সে সব দেবদেবীকে আল্ল-হর অংশীদার মনে করত। তাই আল্ল-হ তাআলা তাঁর নাবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, যারা আল্ল-হকে একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করে নিবে এবং এ বিশ্বাসের উপর অটল থেকে শির্কমুক্ত অবস্থায় মারা যাবে, জাহান্নাম তাদের জন্য হারাম করে দেয়া হবে। নবুওয়্যাতের প্রাথমিক অবস্থায় সলাত, সওম, হাজ্জ, যাকাত কিছুই ফারয করা হয়নি। সে সময়ে আল্ল-হকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে নেয়াই ছিল বড় কঠিন ব্যাপার। তাই তখন তাওহীদের প্রতি ঈমান আনাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অতঃপর যখন উক্ত ইবাদাতগুলো ফারয হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হল, তখন শুধুমাত্র 'আল্ল-হ্ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই' এর স্বীকৃতি প্রদানই জান্নাতে প্রবেশের জন্য আর যথেষ্ট থাকল না। অতএব এখন আল্ল-হর তাওহীদে বিশ্বাস করার অর্থই হল তাঁর যাবতীয় নির্দেশকে মান্য করা। তবে বর্তমানে কেউ যদি নতুনভাবে ইসলাম ক্ববূল করে কোন ফারয ইবাদাত কার্যকর করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে এ হাদীস প্রযোজ্য হবে। তাওহীদে বিশ্বাসী কোন লোক যদি এমন অবস্থা ও পরিবেশে বাস করেন যেখানে কোন ফারয এবাদত করা একেবারেই অসম্ভব তবে সেক্ষেত্রেও এ হাদীস প্রযোজ্য হতে পারে। আল্ল-হই ভাল জানেন।

www.waytojannah.com

প্রতিদিন ১০০ বার 'সুব্‌হানাল্ল-হ' বলার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে লোক প্রতিদিন একশ'বার "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী" বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪০৫, আ.প্র. ৫৯৫৭, ই.ফা. ৫৮৫০)

তাসবীহ পাঠের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : দু'টি বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, পাল্লায় অতি ভারী, আর আল্ল-হ্‌র নিকট অতি প্রিয়। তা হ'ল : **সুবহা-নাল্ল-হিল 'আযীম, সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহ**। (সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪০৬, আ.প্র. ৫৯৫৮, ই.ফা. ৫৮৫১)

ইয়া'কূব আদ্ দাওরাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) .... উসামাহ্ ইবনু যাইদ ইবনু হারিসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুহাইনাহ্ গোত্রের হুরাক্বাহ্ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের পাঠালেন। আমরা খুব ভোরে সে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলাম এবং আমরা তাদের পরাজিত করলাম। আমি এবং একজন আনসার এক ব্যক্তির পিছু নিলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে বলল, আনসার তার মুখে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" কালিমাহ্ শুনে নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু আমি তাকে বল্লম দ্বারা এমন আঘাত করলাম যে, তাকে মেরেই ফেললাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ খবরটি পৌঁছলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হে উসামাহ্! তুমি কি তাকে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" বলার পরেও হত্যা করে ফেলেছো? আমি আরয করলাম, হে আল্ল-হ্‌র রসূল! সে ব্যক্তিতো আত্মরক্ষার জন্য এ কথা বলেছিল। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার বললেন, তুমি কি তাকে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ" বলার পরে হত্যা করেছো? এভাবে রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বার বার আমার প্রতি এ কথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা উদয় হ'ল যে, হায়! যদি আজকের এ দিনের আগে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম।

(সহীহ মুসলিম লাই. ১৭৯-(১৫৯/...) ই.ফা. ১৮০, ই.সে. ১৮৬)

www.waytojannah.com

আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হ তা'আলা কোন মু'মিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না, দুন্ইয়াতেও তার বিনিময় প্রদান করেন এবং আখিরাতেও তার প্রতিদান দেন। আর কাফির আল্ল-হর জন্য যেসব ভাল কাজ করে দুন্ইয়াতে সে তার বিনিময় ভোগ করে, অবশেষে যখন সে আখিরাতে পৌছবে,তখন তার ('আমালনামায়) কোন ভাল কাজ থাকবে না যার প্রতিদান সে পেতে পারে।

(মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৯৩২)

নিয়মিত আমালের ফাযীলাত

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা ঠিকভাবে নিষ্ঠাসহ কাজ করে নৈকট্য লাভ কর। জেনে রেখ, তোমাদের কাউকে তার 'আমাল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না এবং আল্ল-হ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় 'আমাল হ'ল, যা সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয় যদিও তা অল্প হয়। (সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪৬৪, আ.প্র. ৬০১৪, ই.ফা. ৬০২০)

www.waytojannah.com

মহিলা অধ্যায়

কন্যা সন্তান লালনের ফাযীলাত

'আম্‌র আন্ নাকিদ (ﷺ) ..... আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ে সন্তানকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, ক্বিয়ামাতের দিনে সে ও আমি এমন পাশাপাশি অবস্থায় থাকব, এ বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দিলেন।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৫৮৯-(১৪৯/২৬৩১), ই.ফা. ৬৪৫৬, ই.সে. ৬৫০৭]

কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (ﷺ) ..... 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক অসহায় স্ত্রী তার দু'টি মেয়ে সন্তানসহ আমার নিকট আসলো। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দু' মেয়ের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাবার জন্যে তার মুখে তুলল। সে মুহূর্তে মেয়ে দু'টি এ খেজুরটিও খেতে চাইল। সে তখন নিজে খাবার জন্যে যে খেজুরটি মুখে তুলেছিল সেটি তাদের উভয়ের মাঝে বণ্টন করে দিল। তার এ আচরণ আমাকে আশ্চর্য করে দিল। পরে আমি সে যা করেছে তা রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-এর সমীপে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আল্ল-হ তা'আলা এ কারণে তার জন্যে জান্নাত আবশ্যক করে দিয়েছেন অথবা তিনি তাকে এ কারণে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়েছেন। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৫৮৮-(১৪৮/২৬৩০), ই.ফা. ৬৪৫৫, ই.সে. ৬৫০৬]

'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নাবী (ﷺ) আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট

www.waytojannah.com

ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন : যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আঁড় হয়ে দাঁড়াবে। (সহীহুল বুখারী তাও. ১৪১৮, আ.প্র. ১৩২৬, ই.ফা. ১৩৩২)

স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর দান করার ফাযীলাত

'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফ্যাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য সামগ্রী হতে সদাক্বাহ্ করলে সে এর সাওয়াব পাবে। উপার্জন করার কারণে স্বামীও সাওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ১৪৪১, আ.প্র. ১৩৪৮, ই.ফা. ১৩৫৪)

নেককার মহিলার মর্যাদা

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্ল-হ্ ইবনু নুমায়র আল হাম্দানী (রহঃ) ..... 'আবদুল্ল-হ ইবনু 'আম্র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত যে, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : দুন্ইয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুন্ইয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৩৫৩৫-(৫৯/১৪৬৭), ই.ফা. ৩৫০৬, ই.সে. ৩৫০৭]

ধৈর্য ধারণকারী জান্নাতী মহিলা

'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন : আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম : অবশ্যই। তখন তিনি বললেন : এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল : আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্ল-হ্র কাছে দু'আ করুন। নাবী (ﷺ) বললেন : তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য

আছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্ল-হ্র কাছে দু'আ করি, যেন তোমাকে আরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি বলল : আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে বলল : ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, কাজেই আল্ল-হ্র নিকট দু'আ করুন যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। নাবী (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬৫২, আ.প্র. ৫২৪০, ই.ফা. ৫১৩৬)

ব্যবসা অধ্যায়

ব্যবসায় সহানুভূতির বিনিময়ে জান্নাত

হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তির নিকট মালাকুল মওত রূহ কবজ করার জন্য উপস্থিত হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন বিশেষ নেক 'আমাল করেছ কি? সে বলল, আমার স্মরণ নেই। বলা হ'ল চিন্তা কর। অতঃপর সে বলল, ঐরূপ কোন কাজই স্মরণ আসে না একটি কাজ ব্যতীত যে- দুন্ইয়ার জীবনে আমি লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করতাম। ব্যবসা ক্ষেত্রে আমি লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতাম। আমার খাতক ধনী হলেও আমি তাঁকে সময় দান করতাম, আর খাতক যদি গরীব হ'ত, তবে আমি তাকে আমার প্রাপ্য মাফ করে দিতাম। এ 'আমালের বদৌলতে ঐ ব্যক্তিকে আল্ল-হ তা'আলা জান্নাত দান করেছেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২০৭৭, আ.প্র. ১৯৩২, ই.ফা. ১৯৪৭)

সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের মর্যাদা

আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : সত্যবাদী, আমানাতদার, বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি (ক্বিয়ামাত দিবসে) নাবী, সিদ্দীক ও শাহীদগণের দলে থাকবেন। (তিরমিযী, দারিমী, দারাকুতনী, মিশকাত হাঃ ২৬৭৪)

ঋণ দেয়ার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, পূর্ব যুগে কোন এক লোক ছিল, যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন গরীবের নিকট টাকা আদায় করতে যাও, তখন তাকে মাফ করে দিও। হয়ত আল্ল-হ তা'আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নাবী (ﷺ) বলেন, যখন সে আল্ল-হ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করল, তখন আল্ল-হ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৩৪৮০, আ.প্র. ৩২২২, ই.ফা. ৩২৩১)

মাসজিদ অধ্যায়

জুমু'আর উদ্দেশে সকাল-সকাল মাসজিদে আসার ফাযীলাত

কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাতের (ফার্‌য গোসল) গোসলের মতো গোসল করল, অতঃপর দিনের প্রথমভাগে মাসজিদে এলো, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি গরু কুরবানী করল; অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি ভেড়া কুরবানী করল, অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল, অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। অতঃপর ইমাম যখন খুতবাহ্ দিতে (দাঁড়ালেন) তখন মালাকগণ খুতবাহ্ শোনার জন্য উপস্থিত হন।

(সহীহ মুসলিম লাই. ১৮৪৮-(১০/৮৫০), ই.ফা. ১৮৩৪, ই.সে. ১৮৪১)

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব, কুতাইবাহ্ ইবনু সা'ঈদ ও 'আলী ইবনু হুজ্‌র (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন

: পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এবং এক জুমু'আহ্ থেকে অন্য জুমু'আহ্ এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহের জন্যে কাফ্ফারাহ্ হয়ে যায় যদি সে কাবীরাহ্ গুনাহতে লিপ্ত না হয়।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৪৩৮–(১৪/২৩৩), ই.ফা. ৪৪১, ই.সে. ৪৫৭]

তিন মাসজিদ ও তাতে সলাত আদায় করার ফাযীলাত

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "আমার মাসজিদে একটি সলাত মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মাসজিদে এক হাজার সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মাসজিদে হারামে (কা'বার মাসজিদে) একটি সলাত অন্যান্য মাসজিদে এক লক্ষ সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামি' হাঃ ৩৮৩৮)

কুবার মাসজিদে সলাত আদায় করার ফাযীলাত

উসায়দ বিন হুযায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : কুবার মাসজিদে সলাত আদায় করার সাওয়াব একটি 'উমরাহ্ করার সমতুল্য।"

(আহমাদ, তিরমিযী, বাইহাকী, হাকিম, সহীহুল জামি' হাঃ ৩৮৭২)

মাসজিদের প্রতি আসক্তি ও তথায় অবস্থানের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে দিন আল্ল-হর (রহমাতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্ল-হ তা'আলা তাঁর নিজের ('আর্শের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক- যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি- যার অন্তর মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ৪. সে দু' ব্যক্তি- যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্ল-হর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্ল-হর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্ল-হর জন্য, ৫. সে ব্যক্তি- যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্ল-হকে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি- যে

এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি- যে নির্জনে আল্ল-হর যিক্‌র করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে। (সহীহুল বুখারী তাও. ৬৬০, আ.প্র. ৬২০, ই.ফা. ৬২৭)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মাসজিদে যায়, আল্ল-হ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৬২, আ.প্র. ৬২২, ই.ফা. ৬২৯)

অধিক সাজদাহ্ করার ফাযীলাত

যুহায়র ইবনু হার্‌ব (রহিমাহুল্লা-হ) ..... মা'দান ইবনু ত্বালহাহ্ আল ইয়া'মারী (রহিমাহুল্লা-হ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, আমাকে একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্ল-হ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আমি আল্ল-হর প্রিয়তম ও পছন্দনীয় কাজের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। আমি পুনর্বার জিজ্ঞেস করলাম। এবারও তিনি নীরব থাকলেন। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন : তুমি আল্ল-হর জন্য অবশ্যই বেশি বেশি সাজদাহ্ করবে। কেননা তুমি যখনই আল্ল-হর জন্য একটি সাজদাহ্ করবে, আল্ল-হ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমার একটি গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।

মা'দান বলেন, অতঃপর আমি আবূ দার্‌দাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সাওবান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আমাকে যা বলেছেন, তিনিও তাই বললেন। [সহীহ মুসলিম লাই. ৯৮০-(২২৫/৪৮৮), ই.ফা. ৯৭৫, ই.সে. ৯৮৬]

www.waytojannah.com

মাসজিদ নির্মাণ করার ফাযীলাত

'উবাইদুল্ল-হ খাওলানী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইব্নু 'আফ্ফান (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মাসজিদে নাববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন : তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি আল্ল-হর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মাসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (ﷺ) বলেন : আমার মনে হয় রাবী 'আসিম (ﷺ) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্ল-হ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, আল্ল-হ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ৪৫০, আ.প্র. ৪৩১, ই.ফা. ৪৩৭)

দা'ওয়াত ও তাবলীগ অধ্যায়

আল্ল-হর পথে আহ্বানের ফাযীলাত

﴿وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ؕ﴾

মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সলাত ক্বায়িম

করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান। মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারীর জন্য আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন জান্নাতের যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, আর জান্নাতে চিরস্থায়ী উত্তম বাসগৃহের; আর সবচেয়ে বড় (যা তারা লাভ করবে তা) হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এটাই হল বিরাট সাফল্য।

(৯. সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্, ৭১-৭২)

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব, কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ ও ইবনু হুজ্‌র (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে লোক সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হ্রতে সামান্য ঘাটতি হবে না। আর যে লোক বিভ্রান্তির দিকে ডাকে তার ওপর সে রাস্তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্য হালকা হবে না।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৬৯৭-(১৬/২৬৭৪), ই.ফা. ৬৫৬০, ই.সে. ৬৬১৪]

আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শায়বাহ্, আবূ কুরায়ব ও ইবনু আবূ 'উমার (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ মাস'উদ আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমার বাহন হালাক হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন দিন।" তিনি বললেন : আমার কাছে তো তা নেই। সে সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আল্ল-হর রসূল! আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাকে দিচ্ছি, যে তাকে বাহন দিতে পারে। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : যে ব্যক্তি কোন ভাল 'আমালের পথ প্রদর্শন করে, তার জন্যে 'আমালকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে। [সহীহ মুসলিম লাই. ৪৭৯৩-(১৩৩/১৮৯৩), ই.ফা. ৪৭৪৬, ই.সে. ৪৭৪৭]

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্ল-হর শপথ! যদি তোমার দ্বারা আল্ল-হ তা'আলা একজন লোককে হিদায়াত দান করেন তাহলে তোমার জন্য একটি (বহু মূল্যের) লাল উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে।

(বুখারী, আবূ দাউদ হাঃ ৩৬২০)

www.waytojannah.com

কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায় নেকীর অধিকারী হবে। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৯৯)

দা'ওয়াতদাতার মর্যাদা

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হর পথে সকাল অথবা সন্ধ্যায় কিছু সময় ব্যয় করা দুন্ইয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়েও উত্তম।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৭৯২, আ.প্র. ২৫৮৫, ই.ফা. ২৫৯৭)

'আবদুর রহমান ইবনু জুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হর পথে চলতে কোন বান্দা পদযুগল ধূলায় মলিন হতে তাকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৭৯৩. আ.প্র. ২৫৮৬, ই.ফা. ২৫৯৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হ্ ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু' হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (সহীহুল বুখারী তাও. ৭৪০৫, আ.প্র. ৬৮৮৯, ই.ফা. ৬৯০১)

www.waytojannah.com

রোগ, রোগী ও বিপদ-মুসীবত অধ্যায়

রোগে ধৈর্য ধারণ ও তার ফাযীলাত

আবূ সা'ঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্ল-হ তার গুন্নাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬৪১-৫৬৪২, আ.প্র. ৫২৩০, ই.ফা. ৫১২৬)

'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন : আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম : অবশ্যই। তখন তিনি বললেন : এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল : আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্ল-হ্র কাছে দু'আ করুন। নাবী (ﷺ) বললেন : তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য আছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্ল-হ্র কাছে দু'আ করি, যেন তোমাকে অরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি বলল : আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে বলল : ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, কাজেই আল্ল-হ্র নিকট দু'আ করুন যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। নাবী (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬৫২, আ.প্র. ৫২৪০, ই.ফা. ৫১৩৬)

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্ল-হ বলেছেন : আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধরে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করব। আনাস (রাঃ) বলেন, দু'টি প্রিয় বস্তু হল সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। এরকম বর্ণনা

করেছেন আশ্'আস ইবনু জাবির ও আবূ যিলাল (রহঃ) আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী (সাঃ) থেকে।[৭] (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬৫৩, আ.প্র. ৫২৪২, ই.ফা. ৫১৩৮)

'আবদুল্ল-হ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্ল-হ (সাঃ)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত বুলিয়ে দিলাম এবং বললাম : হে আল্ল-হ্‌র রসূল! আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। রসূলুল্ল-হ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দু'জনের হয়ে থাকে। আমি বললাম : এটা এজন্য যে, আপনার জন্য বিনিময়ও দ্বিগুণ। রসূলুল্ল-হ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ! এরপর রসূলুল্ল-হ (সাঃ) বললেন : যে কোন মুসলিমের উপর কোন কষ্ট বা রোগ-ব্যাধি হলে আল্ল-হ তাঁর গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন ভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬৬০, আ.প্র. ৫২৪৯, ই.ফা. ৫১৪৫)

আবূ বুরায়দাহ্ ইবনু আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি এবং ইয়াযীদ ইবনু আবূ কাবশাহ্ (রাঃ) সফরে ছিলেন। আর ইয়াযীদ (রাঃ) মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতেন। আবূ বুরদাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমি আবূ মূসা (আশ'আরী) (রাঃ)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্ল-হর রসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন বান্দা পীড়িত হয় কিংবা সফরে

উপরিউক্ত হাদীসে রসূল (সাঃ) দু' চোখ হারানো ব্যক্তির ফাযীলাত বর্ণনা করে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যদি উক্ত অন্ধ লোকটি আন্তরিকতার সাথে সবর করতে পারে। আফসোসের ব্যাপার এই যে, আমাদের সমাজের জাহিলী চরিত্রের লোকেরা চোখ হারানো লোকটি যত বড় 'আলিম, বুযুর্গ, পরহেজগার হোন না কেন, তাকে নিয়ে উপহাস তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আর বলে, ঐ লোকের পাপ আল্ল-হ তা'আলা সহ্য করতে না পেরে ওর দু'টি চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন। ঐ লোক যদি ভালই হবে, তবে তার এক চোখ বা দুই চোখ কানা হবে কেন? পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য দেয় : নাবী ইয়াকূব (আঃ)-এর দুই চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হারানো ছেলের চিন্তায় তাঁর উভয় চোখ সাদা (অন্ধ) হয়ে গিয়েছিল। এখন বুঝতে হবে আল্ল-হ্‌র নাবী ইয়াকূব (আঃ) যদি অন্ধ হতে পারেন তাহলে সাধারণ পরহেযগার লোকের অন্ধ হওয়াটা তো কোন বিষয়ই হতে পারে না। আল্ল-হর নাবীর (সাঃ) এ হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অন্ধ লোকের প্রতি আমরা যেন যথাযথ আচরণ করতে সচেষ্ট হই।

www.waytojannah.com

থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে আবাসে সুস্থ অবস্থায় 'আমাল করত। (সহীহুল বুখারী তাও. ২৯৯৬, আ.প্র. ২৭৭৫, ই.ফা. ২৭৮৫)

মহামারী

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একবার রসূলুল্ল-হ্ (ﷺ)-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : এটা একটা 'আযাব। আল্ল-হ যার ওপর ইচ্ছে তা পাঠান। আল্ল-হ এটা মুসলিমের জন্য রহমাত করে দিয়েছেন। প্লেগে আক্রান্ত শহরে কোন বান্দা যদি ধৈর্য ধরে বিশ্বাসের সাথে অবস্থান করে, সেখান থেকে বের না হয়, আল্ল-হ তার জন্য যা লিখেছেন তা ছাড়া কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, সে অবস্থায় সে শাহীদের সাওয়াব পাবে।[১০] (সহীহুল বুখারী তাও. ৬৬১৯, আ.প্র. ৬১৫৮, ই.ফা. ৬১৬৬)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেন : আল্ল-হ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দুঃখ কষ্টে পতিত করেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬৪৫, আ.প্র. ৫২৩৩, ই.ফা. ৫১২৯)

রোগীর সেবা শুশ্রূষার ফাযীলাত

সা'ঈদ ইবনু মানসূর ও আবূ রাবী' আয্ যাহরানী (রহঃ) ..... সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ রাবী' বলেছেন, তিনি হাদীসটি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর সা'ঈদের হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : রোগীর সেবা শুশ্রূষাকারী জান্নাতের ফলমূল আহরণে রত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না প্রত্যাবর্তন করে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৪৫-(৩৯/২৫৬৮), ই.ফা. ৬৩১৭, ই.সে. ৬৩৬৭]

বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণের ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : কোন ঈমানদার

---

[১০] যারা প্লেগে আক্রান্ত স্থানে অবস্থান করছে তারা যেন সেখান থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে না যায়। কারণ সেখানে যারা থাকবে সবারই মৃত্যু হবে না, যার মৃত্যু প্লেগে হবে নির্ধারিত আছে তারই মৃত্যু হবে। আক্রান্ত এলাকার বাইরে চলে গেলেও প্লেগে মৃত্যু হতে পারে যদি তা সেভাবেই নির্ধারিত থাকে। তবে বিপদ-ব্যাধি মুক্ত এলাকা ছেড়ে বিপদ-ব্যাধি আক্রান্ত স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

www.waytojannah.com

Contents

ব্যক্তির দেহে একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে কিংবা তার চেয়ে অধিক ক্ষুদ্র কোন মুসীবাত আপতিত হলে তার পরিবর্তে আল্ল-হ তা'আলা তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৫৭-(৪৮/...), ই.ফা. ৬৩২৯, ই.সে. ৬৩৭৮]

আবূ বাক্র ইবনু আবূ শাইবাহ্ ও আবূ কুরায়ব (رحمهما الله) ..... আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, কোন ঈমানদার ব্যক্তির এমন কোন ব্যথা-বেদনা, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে না, এমনকি দুর্ভাবনা পর্যন্ত, যার প্রতিদানে তার কোন গুনাহ্ ক্ষমা করা হয় না।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৬২-(৫২/২৫৭৩), ই.ফা. ৬৩৩৪, ই.সে. ৬৩৮৩)

'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার আল কাওয়ারীরী (رحمه الله) ..... 'আতা ইবনু রাবাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্ল-হ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলার কথা বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এক কৃষ্ণকায় মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলেছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উলঙ্গ হয়ে পড়ি। অতএব আপনি আমার জন্য আল্ল-হর নিকট দু'আ করুন। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও, ধৈর্যধারণ কর। তাহলে তোমার জন্য বিনিময় রয়েছে জান্নাত। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে আরোগ্যতা দান করেন। তখন সে বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আমি যে সে অবস্থায় ছতর খুলে ফেলি! কাজেই আপনি আল্ল-হর কাছে দু'আ করুন যেন আমি ছতর খুলে না ফেলি। তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৬৫-(৫৪/২৫৭৬), ই.ফা. ৬৩৩৭, ই.সে. ৬৩৮৬]

বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়ার ফাযীলাত

'আম্র বিন হাযম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "যে কোন মু'মিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিপদে (সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করার সাথে) তাকে সান্ত্বনা দান করবে, আল্ল-হ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাতের দিন সম্মানের লেবাস পরিধান করাবেন।" (সহীহ ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৩০১)

www.waytojannah.com

বিবিধ

আল্ল-হর জন্য ভালবাসায় ফাযীলাত

'আবদুল আ'লা ইবনু হাম্মাদ (رحمه الله) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন : এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্ল-হ তা'আলা তার জন্য পথিমধ্যে একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশ্‌তার কাছে পৌঁছল, তখন ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছো? সে বলল, আমি এ গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য যেতে চাই। ফেরেশ্‌তা বললেন, তার কাছে কি তোমার কোন অবদান আছে, যা তুমি আরো প্রবৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু আল্ল-হর জন্যই তাকে ভালবাসি। ফেরেশ্‌তা বললেন, আমি আল্ল-হর পক্ষ থেকে (তাঁর দূত হয়ে) তোমার কাছে অবহিত করার জন্য এসেছি যে, আল্ল-হ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালবেসেছ।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৪৩-(৩৮/২৫৬৭), ই.ফা. ৬৩১৬, ই.সে. ৬৩৬৬]

এক মুসলিম অপর মুসলিমকে সাহায্য করার ফাযীলাত

কুতাইবাহ্ ইবনু সা'ঈদ (رحمه الله) ..... সালিম-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) ইরশাদ করেন : এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি অত্যাচার করে না এবং তাকে দুশমনের হাতে সোপর্দও করে না। যে ব্যক্তি তার ভাই-এর অভাব-অনটন পূরণ করবে আল্ল-হ তার অভাব-অনটন দূরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্ল-হ তা'আলা তার প্রতিদানে ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিবেন। আর যে ব্যক্তি মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্ল-হ তা'আলা ক্বিয়ামাত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৭২-(৫৮/২৫৮০), ই.ফা. ৬৩৪২, ই.সে. ৬৩৯২]

www.waytojannah.com

গুনাহ থেকে বাঁচা ও নেক কাজের ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' .... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন, আল্ল-হ তা'আলা বলেন : যখন আমার কোন বান্দা মনে মনে কোন ভাল কাজ করার কল্পনা করে, তখন সে কাজ না করতেই আমি তার জন্যে একটি সাওয়াব লিখে রাখি। আর যদি সে কাজটি সম্পন্ন করে তখন তার দশগুণ নেকী লিখে রাখি। আর যদি সে অন্তরে অন্তরে কোন মন্দ কাজ করার কল্পনা করে, তখন সে কাজ না করা পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেই। আর যদি সে কাজটি করে ফেলে তখন একটি মাত্র গুনাহ লিখে রাখি।

রসূলুল্ল-হ (ﷺ) আরো বলেছেন : মালাকগণ বলেন– হে প্রভু! তোমার অমুক বান্দা একটি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করেছে অথচ তিনি স্বচক্ষে তা দেখেন, তখন তিনি তাদেরকে (ফেরেশতাদেরকে) বলেন : তাকে পাহারা দাও। (অর্থাৎ দেখ সে কি করে)। যদি সে এ কাজটি করে, তা হলে একটি গুনাহ লিখ। কেননা সে আমার ভয়েই তা বর্জন করেছে।

অতঃপর রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ ইসলামে নিষ্ঠাবান হয় তখন তার প্রত্যেকটি নেক কাজ যা সে করে তার জন্যে দশ থেকে সাতশ' গুণ পরিমাণ নেকী লিখা হয় এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের জন্য কেবলমাত্র একটি করে গুনাহ লিখা হয়। এভাবে আল্ল-হর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) চলতে থাকে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ২৩৪-(২০৫/১২৯), ই.ফা. ২৩৬, ই.সে. ২৪৪]

জবান হিফাযাতের ফাযীলাত

সাহ্ল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে কেউ আমার জন্য তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মাঝের স্থানের দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব।[১১]

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৮০৭, আ.প্র. ৬৩৩৮, ই.ফা. ৬৩৫১)

---

[১১] অর্থাৎ যিনা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে এবং জিহ্বা সংযত রাখবে।

www.waytojannah.com

বন্ধুত্বের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্ল-হ তা'আলা বলবেন : আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে তাঁরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই। (বুখারী, মিশকাত হাঃ ৪৭৮৭)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অন্য এক বসতিতে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে বের হ'ল। আল্ল-হ তা'আলা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান মালাক বসিয়ে দিলেন। (লোকটি তথায় পৌছলে) মালাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার একজন ভাই আছে, তাঁর সাক্ষাতে যাচ্ছি। মালাক জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি? যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ। সে বলল, না। আমি তাকে একমাত্র আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি (তাই)। তখন মালাক বলল : আমি আল্ল-হ তা'আলার পক্ষ হতে তোমার কাছে এ সংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্ল-হ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন যেরূপ তুমি আল্ল-হর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাস।

(মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৭৮৮)

ইয়াতীমের সাহায্যকারীর ফাযীলাত

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আমি ও ইয়াতীমের দেখাশুনাকারী জান্নাতে এভাবে (একত্রে) থাকব। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় মিলিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ৬০০৫, আ.প্র. ৫৫৭০, ই.ফা. ৫৪৬৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি আল্ল-হ্র পথে

জিহাদকারীর ন্যায়। [ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন] আমার ধারণা যে কা'নাবী (বুখারীর উস্তাদ 'আবদুল্ল-হ) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন : সে রাতভর দাঁড়ানো ব্যক্তির মত যে ('ইবাদাতে) ক্লান্ত হয় না এবং এমন সিয়াম পালনকারীর মত, যে সিয়াম ভঙ্গ করে না।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬০০৭, আ.প্র. ৫৫৭৩, ই.ফা. ৫৪৬৯)

বিনয় ও নম্রতার ফাযীলাত

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব, কুতাইবাহ্ ও ইবনু হুজ্র (রহ.) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : সদাক্বাহ্ করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্ল-হ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্ল-হর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৮৬-(৬৯/২৫৮৮), ই.ফা. ৬৩৫৬, ই.সে. ৬৪০৬]

হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত্ তুজীবী (রহ.) ..... নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : হে 'আয়িশাহ্! আল্ল-হ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর দরুনও তা দান করেন না। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৯৫-(৭৭/২৫৯৩), ই.ফা. ৬৩৬৫, ই.সে. ৬৪১৫]

হারিসাহ্ ইবনু ওয়াহ্ব খুযায়ী (রাযি.) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : আমি কি তোমাদের জান্নাতীদের সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না? (তারা হলেন) : ঐ সকল লোক যারা অসহায় এবং যাদের তুচ্ছ মনে করা হয়। তারা যদি আল্ল-হর নামে শপথ করে, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পূরা করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না? তারা হ'ল : কর্কশ স্বভাব, শক্ত হৃদয় ও অহংকারী।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬০৭১-৬০৭২, আ.প্র. ৫৬৩৬, ই.ফা. ৫৫০২)

www.waytojannah.com

জানাযার সাথে যাওয়া ও জানাযার সলাত আদায় করার ফাযীলাত

হারূন ইবনু মা'রূফ, হারূন ইবনু সা'ঈদ আল আয়লী ও ওয়ালীদ ইবনু শুজা'আ আস্ সাকূনী (রহিমাহুল্লাহ) ..... 'আবদুল্ল-হ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত। 'কদীদ' অথবা 'উসকান' নামক স্থানে তার একটি পুত্র সন্তান মারা গেল। তিনি আমাকে বললেন, হে কুরায়ব! দেখ কিছু লোক একত্রিত হয়েছে কিনা? আমি বের হয়ে দেখলাম, কিছু একত্রিত হয়েছে। আমি তাকে খবর দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বল তাদের সংখ্যা কি চল্লিশ হবে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে লাশ বের করে নাও। আমি রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : কোন মুসলিম মারা গেলে, তার জানাযায় যদি এমন চল্লিশজন দাঁড়িয়ে যায় যারা আল্ল-হর সাথে কোন কিছুকে শারীক করে না তবে মহান আল্ল-হ তার অনুকূলে তাদের প্রার্থনা কবূল করেন। [সহীহ মুসলিম লাই. ২০৮৭-(৫৯/৯৪৮), ই.ফা. ২০৬৭, ই.সে. ২০৭২]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্ল-হর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলিমের জানাযায় অনুগমন করে এবং তার সলাত-ই-জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দু' কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। 'উসমান আল-মুয়ায্যিন (রহিমাহুল্লাহ) .... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সহীহুল বুখারী তাও. ৪৭, আ.প্র. ৪৫, ই.ফা. ৪৫)

রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার মর্যাদা

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া ও 'আবদুল আ'লা ইবনু হাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু

www.waytojannah.com

বলেছেন : সে লোক প্রকৃত বীর বিক্রম নয়, যে কুস্তিতে জয়ী হয় বরং প্রকৃত বীর বিক্রম সে-ই; যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৫৩৭-(১০৭/২৬০৯), ই.ফা. ৬৪০৫, ই.সে. ৬৪৫৬]

ধৈর্য ধারণের ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্ল-হ্ বলেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোন প্রিয়বস্তু দুন্ইয়া হতে উঠিয়ে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু (প্রতিদান) নেই।[১২]

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬৪২৪, আ.প্র. ৫৯৭৫, ই.ফা. ৫৯৮১)

মানুষের কল্যাণের জন্য কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণের ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : একটি গাছ মুসলিমদের (পথ গমন করার সময়) কষ্ট দিত। এক ব্যক্তি এসে সে গাছটি কেটে ফেললো, এরপর সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৫৬৬-(১৩০/...), ই.ফা. ৬৪৩৪, ই.সে. ৬৪৮৪]

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ধৈর্য ধরার ফাযীলাত

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্ল-হ বলেছেন : আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধরে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করব। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দু'টি প্রিয় বস্তু হল সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। এ রকম বর্ণনা

---

[১২] ইবনু বাত্তাল অত্র হাদীস দ্বারা যে ব্যক্তির তিনটি অথবা দু'টি সন্তান মৃত্যু বরণ করেছে তাদের সাথে কিতাবুল জানায়িযের অন্তর্গত 'যে ব্যক্তির একটি সন্তান মারা গেছে তার ফযীলত' অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তির একটি সন্তান মারা গেছে তাকেও সম্পৃক্ত করার প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। (ফাতহুল বারী)

www.waytojannah.com

করেছেন আশ্'আস ইবনু জাবির ও আবূ যিলাল (রাহিমাহুল্লাহ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে। (সহীহুল বুখারী তাও. ৫৬৫৩, আ.প্র. ৫২৪২, ই.ফা. ৫১৩৮)

সৎকর্ম প্রবর্তন (সূচনা) করার ফাযীলাত

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল 'আনাযী (রাহিমাহুল্লাহ) ..... মুনযির ইবনু জারীর থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা ভোরের দিকে রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার আবা পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ন হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আযান ও ইক্বামাত দিলেন। সলাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন : "হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে [আদাম আলাইহিস সালাম থেকে] সৃষ্টি করেছেন। ..... নিশ্চয়ই আল্ল-হ তা'আলা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী"- (৪. সূরাহ আন্ নিসা, ১)। অতঃপর তিনি সূরাহ হাশরের শেষের দিকের এ আয়াত পাঠ করলেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্ল-হকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের জন্য কী সঞ্চয় করেছে সেদিকে লক্ষ্য করে।" অতঃপর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক সা' আটা ও কেউ এক সা' খেজুর দান করল। অবশেষে তিনি বললেন : অন্ততঃ এক টুকরা খেজুর হলেও নিয়ে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলি নিয়ে আসলেন। এর ভারে তার হাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা অবশ হয়ে গেল। রাবী আরো বলেন, অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকল। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ হয়ে গেল। রসূলুল্ল-হ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মুবারক

www.waytojannah.com

খাঁটি সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে হাসতে লাগল। অতঃপর রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এক কাজের সাওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সাওয়াব কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থী) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না। [সহীহ মুসলিম লাই. ২২৪১-(৬৯/১০১৭), ই.ফা. ২২২০, ই.সে. ২২২১]

যিলহাজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফাযীলাত

ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমালের চেয়ে অন্য কোন দিনের 'আমালই উত্তম নয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? নাবী (ﷺ) বললেন : জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৯৬৯, আ.প্র. ৯১৩, ই.ফা. ৯১৮)

খাবারের বারাকাত

আবূ বাক্র ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ..... জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) আঙ্গুল ও বাসন চেটে খেতে[১৩] নির্দেশ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : (খাদ্যের) কোন্ অংশে বারাকাত আছে তা তোমরা জান না। [সহীহ মুসলিম লাই. ৫১৯৫-(১৩৩/২০৩৩), ই.ফা. ৫১২৮, ই.সে. ৫১৩৯]

---

[১৩] বাসন চেটে বা পরিষ্কার করে খাওয়া নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাত। এ সুন্নাতটা আরো অধিক পরিমাণে অবহেলার স্বীকার। এ সুন্নাতটাও আমাদের জীবিত করা দরকার।

www.waytojannah.com

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্ল-হ ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কারো লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয়। তারপর তাতে যে আবর্জনা স্পর্শ করেছে তা যেন দূরীভূত করে এবং খাদ্যটুকু খেয়ে ফেলে। শাইত্বনের জন্য সেটি যেন ফেলে না রাখে। আর তার আঙ্গুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত সে যেন তার হাত রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বারাকাত রয়েছে।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৫১৯৬-(১৩৪/...), ই.ফা. ৫১২৯, ই.সে. ৫১৪০]

ফসল ও গাছ লাগানোর মাহাত্ম্য

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : "যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে, অতঃপর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য সদাক্বাহ্ স্বরূপ হয়।"

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৩২০, আ.প্র. ২১৫২, ই.ফা. ২১৬৯)

পানি দান করার ফাযীলাত

সা'দ বিন 'উবাদাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্ল-হর রসূল! কোন দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বললেন, "পানি পান করানো।" (আবূ দাউদ, সহীহ ইবনু মাজাহ্ হাঃ ২৯৭১)

জীব-জন্তুকে সাহায্য করার ফাযীলাত

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্ল-হর রসূল (সাঃ) বলেছেন, একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং

নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্ল-হ তা'আলা তার 'আমাল ক্ববূল করলেন এবং আল্ল-হ তার গুনাহ মাফ করে দেন। সহাবীগণ বললেন, হে আল্ল-হর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই পুণ্য রয়েছে।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৩৬৩, আ.প্র. ২১৯০, ই.ফা. ২২০৭)

ভাল ও খারাপ কাজের পরিণতি

আল্ল-হ তা'আলা বলেছেন : "যে লোক ভাল কাজের সুপারিশ করবে তা থেকে তা অংশ পাবে। আর খারাপ কাজের সুপারিশ যে লোক করবে তা থেকেও সে অংশ পাবে।" (৪. সূরাহ আন-নিসা, ৮৫)

সালাম দেয়ার ফাযীলাত

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরস্পরকে না ভালবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমানের পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের একে অপরের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার কর। (সহীহ মুসলিম হাঃ ২০৩)

অপরকে সাহায্য করার ফাযীলাত

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : মুসলিম মুসলিমের ভাই। তার ওপর না সে অত্যাচার করবে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে। যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করে, তার প্রয়োজন আল্ল-হ তা'আলা পূর্ণ করবেন। যে লোক কোন মুসলিমের সমস্যা (বা বিপদ) দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে ক্বিয়ামাতের দিন আল্ল-হ তা'আলা তার কষ্ট ও বিপদের কিছু অংশ দূর করে দিবেন। কোন মুসলিমের দোষ যে লোক গোপন রাখে, আল্ল-হ তা'আলা তার দোষ ক্বিয়ামাতের দিন গোপন রাখবেন।

(সহীহুল বুখারী তাও. ২৪৪২, আ.প্র. ২২৬৩, ই.ফা. ২২৭৮)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ (ﷺ) বলেছেন : বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকীনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা সাধনাকারী আল্ল-হর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার ধারণা, এ কথাও তিনি (ﷺ) বলেছেন : সে একাধারে সলাত আদায়কারী ও অবিরাম সিয়াম পালনকারী লোকদের সাথে তুলনীয়।

(সহীহুল বুখারী তাও. ৬০০৬, আ.প্র. ৫৫৭১, ই.ফা. ৫৪৬৭)

মুসলিমদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য দু'আ করার ফাযীলাত

ইসহাক্ ইবনু ইব্রাহীম (রহঃ) ..... উম্মু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নেতা (স্বামী) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্ল-হ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, যে লোক তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে, তার জন্য একজন নিয়োজিত ফেরেশ্তা 'আমীন' বলতে থাকে আর বলে, তোমার জন্যও অনুরূপ। [সহীহ মুসলিম লাই. ৬৮২১-(৮৭/...), ই.ফা. ৬৬৭৯, ই.সে. ৬৭৩৩]

দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার ফাযীলাত

উমাইয়াহ্ ইবনু বিস্ত্বাম আল 'আয়শী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : আল্ল-হ তা'আলা দুন্ইয়াতে যে বান্দার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন, ক্বিয়ামাত দিবসেও তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।

[সহীহ মুসলিম লাই. ৬৪৮৮-(৭১/২৫৯০), ই.ফা. ৬৩৫৮, ই.সে. ৬৪০৮]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আসুন! সহীহ হাদীস গ্রহণ করি
জাল ও দুর্বল হাদীস বর্জন করি।

www.waytojannah.com

লেখকের বইসমূহ

(০১) বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত আয়াত ও সহীহ্ হাদীস
(০২) পীর ফকির ও ক্বর পূজা কেন হারাম?
(০৩) তাওহীদ ও শির্ক-সুন্নাত ও বিদ'আত
(০৪) আহলে হাদীসদের পরিচয় ও ইতিহাস এবং মাযহাব প্রসঙ্গ
(০৫) কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ক্বিয়ামাতের আগে ও পরে
(০৬) ঈমান ও সহীহ 'আক্বীদাহ্, আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান
(০৭) রমাযান ও রোযার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফাযীলাত
(০৮) শিশুদের আদর্শ নাম, আক্বীক্বাহ্, বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ
(০৯) যাকাত, উশর ও দানের গুরুত্ব ও বিধি বিধান
(১০) আহলে হাদীসদের পরিচয় ও ইতিহাস এবং মাযহাব প্রসঙ্গ (সংক্ষেপিত)
(১১) মীলাদ, শবে-বরাত ও মীলাদুন্নাবী কেন বিদ'আত?
(১২) সহীহ সলাতে মুহাম্মাদী পবিত্রতার নিয়মাবলী এবং জরুরী দু'আ, আমাল ও মাসআলাহ
(১৩) কাবীরা গুনাহ থেকে সাবধান! ও তাওবার সঠিক পদ্ধতি
(১৪) গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কুসংস্কার থেকে সাবধান
(১৫) দাওয়াত-তাবলীগের পদ্ধতি, প্রতিবন্ধকতা ও ইসলামে বন্ধুত্ব
(১৬) সহীহ দু'আ, দরূদ, যিক্র ও তাসবীহ্
(১৭) প্রত্যেক মুসলিমের ইসলামী জ্ঞানার্জন ফারয ও সু-বক্তা হওয়ার কৌশল
(১৮) পবিত্রতা ও সলাতের যরূরী মাসআলাহ
(১৯) সহীহ হাজ্জ ও ওমরাহ্ পালনের সহজ পদ্ধতি
(২০) ইসলামের ১০০ টি জরুরী বিষয়
(২১) সহীহ ফাযায়িলে 'আমাল
(২২) জান্নাতের সহজ পথ
(২৩) পর্দা কি ও কেন
(২৪) জান্নাতী ও জাহান্নামী নারী ও মা-বোনদের যরূরী কর্তব্য
(২৫) কুরআন-হাদীস পরিচিতি
(২৬) বিষয়ভিত্তিক ১০০০ সহীহ্ হাদীস
(২৭) ইসলামী সংগঠন, নেতৃত্ব, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা

প্রাপ্তিস্থান

(১) আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা।
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা।
ফোন : ৭১৬৫১৬৬, ০১১৯১৬৮৬১৪০

(২) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
ফোন : ৭১১২৭৬২

(৩) হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা।
ফোন : ৭১১৪২৩৮

(৪) জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন ও বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১১৯৮১৮০৬১৫

(৫) আহসান পাবলিকেশন্স
১৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬
নিউ এলিফ্যান্ট রোড ও বাংলাবাজার, ঢাকা।

(৬) আলীমুদ্দীন একাডেমী
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
মোবাইল :

(৭) প্রফেসর বুক কর্ণার
১৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার
ঢাকা। ফোন : ৯৩৪১৯১৫

(৮) কাঁটাবন বুক কর্ণার
কাঁটাবন মাসজিদ (মেইন গেট)।
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৯৬৬০৪৫২

www.waytojannah.com